চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 5 July, 2020 ■ আগরতলা, ৫ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ২০ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে আজ সম্পূর্ণ লকডাউন রাজ্যে

আরো বেশি সংযত থাকার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। করোনা-র সংক্রমণ প্রতিরোধে আগামীকাল ত্রিপুরায় সম্পূর্ণ লকডাউন-র সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ৫ জুলাই রবিবার সকাল ৫টা থেকে ৬ জুলাই সকাল ৫টা পর্যন্ত সমগ্র রাজ্য সম্পূর্ণ লকডাউন থাকবে। লকডাউন চলাকালীন সময়ে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ওই নিয়ম উল্লঙ্ঘনে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ত্রিপুরা প্রশাসনের তরফে সতর্ক করা হয়েছে।

সরকারি নির্দেশিকা মোতাবেক, জরুরী প্রয়োজন ছাড়া মানুষের চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প তার মধ্যে একমাত্র ক্রম চলমান প্রক্রিয়া ছাড়া, দোকানপাট, মুদির দোকান, সব্জি, মাছ মাংসের দোকান, সাপ্তাহিক বাজার বন্ধ থাকবে। তবে, শুধুমাত্র দুধ, শিশুখাদ্য ও ঔষধ বিক্রয় করা যাবে। আগামীকাল আন্ত:রাজ্য ও আন্তঃজেলা পরিবহন পরিষেবা বন্ধ থাকবে। সমস্ত ধর্মীয় স্থান জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে। এমনকি কোন ধর্মীয় জমায়েত করা যাবে না। এদিকে, সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, খেলাধুলা, বিনোদন, শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ থাকবে বলে নির্দেশ জারি হয়েছে।

সরকারি নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, রাস্তাঘাটে তিন জনের অধিক লোকের জমায়েত হতে পারবে না। কৃষি, মৎস্য চাষ, পশুপালন, চা বাগান এবং বনায়ণের কাজ বন্ধ থাকবে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নির্দেশিকা উল্লঙ্ঘন করলে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন-২০০০ এবং আই পি এস সি-র ১৮৮ ধারায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, রাজ্যবসীকে রবিবার ভোর পাঁচটা থেকে পরদিন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সম্পূর্ণ লকডাউন পালনের আহ্বান রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শনিবার রাতে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে এক ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একমাত্র অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ছাড়া অন্যান্য সবকিছু এদিন বন্ধ থাকবে। সবাইকে অপ্রয়োজনে বাড়ি থেকে না বের হওয়ার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে বাড়িঘরে যাদের বয়স্ক লোকজন রয়েছে তাদেরকে নিজের হাতে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ জুস খাওয়ানোর পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এদিন যদি হাতের কাছে সেই ব্যবস্থাও না থাকে, তাহলে অল্প গরম জলে খানিকটা আদা বা তুলসী পাতা মিশিয়ে তাই যেন তুলে দেয়া হয় বয়স্কদের সামনে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও তাঁর মাকে এদিন ফলের জুস খাওয়াবেন বলে উল্লেখ করেন। একই সাথে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় তা শেয়ার করবেন। তিনি সবাইকে বলেন, তারাও যেন একই রকম ভাবে বয়স্কদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য পুলিশের ডিএসপি পদমর্যাদার ১৫ জনকে পদোন্নতি দিয়ে বদলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। সুপ্রিমকোর্টের রায় স্থগিত রয়েছে। তাই আপাতত পদোন্নতি সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু কাজের সুবিধার্থে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ত্রিপুরা পুলিশের ১৫ জনকে ডিএসপি পদমর্যাদা থেকে পরবর্তী স্তরে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা পদের ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে কোনও সুবিধা পাবেন না। এমন-কি, সার্ভিস রেকর্ডে এই পদোন্নতির সুবিধা মিলবে না।

মূলত, এই নির্দেশিকায় ত্রিপুরা পুলিশের ডিএসপি পদমর্যাদার ১৫ জন আধিকারিককে পরবর্তী স্তরে পদোন্নতির আদেশ জারি হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশের নতুন বদলির আদেশ মোতাবেক ১৫ জনের মধ্যে ৯ জনকে টিএসআর ডেপুটি কমান্ডেন্ট পদে পদোন্নতি দিয়ে বদলি করা হয়েছে। বাকি ছয় জনকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি দিয়ে বদলি করা হয়েছে। ওই ১৫ জনই ত্রিপুরা ক্যাডারের বলে জানা গেছে। তাঁদের মধ্যে ৩ জনকে তিন জেলায় এবং ১ জন ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও একজন স্পেশাল ব্রাঞ্চের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, টিএসআর ব্যাটালিয়নগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে ডেপুটি কমান্ডেন্ট পদ খালি পড়ে রয়েছে। নতুন নির্দেশিকায় টিএসআর-এর ১, ২, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ এবং ১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ডেন্টের শূন্যপদ পূরণ হবে।

মাধ্যমিকে অনুত্তীর্ণ হওয়ায় কুমারঘাটে আত্মঘাতী ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনুর্তীর্ণ হওয়ায় এক কিশোর ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছে। ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাট মহকুমায় সুকান্ত রঞ্জন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ওই ঘটনায় শোকস্তব্ধ স্থানীয় জনগণ।

শুক্রবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। কুমারঘাট সুকান্ত রঞ্জন গ্রাম পঞ্চায়েতের এক পরীক্ষার্থী মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। বিষয়টি মেনে নেওয়া তার জন্য কঠিন ছিল। সম্ভবত, ওই কারণেই নিজ বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে ওই কিশোর। তার বাবা জানিয়েছেন, রাতে পরিবারের সদস্যদের সাথে খাওয়া-দাওয়ার পর সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মা-বাবা সহ পরিবারের অন্যান্যদের চোখ এড়িয়ে সে কখন যে রাতে আত্মহত্যা করেছে তা কেউ টের পাননি। আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তার ঝুলন্ত মৃতদেহ নজরে আসে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও ২৫ জন করোনা আক্রান্ত চিন্তা বাড়িয়ে দিল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। রাজ্যে আরও ২৫ জন করোনা সংক্রমিত। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে এইকথা জানিয়েছেন। তিনি ট্যুইটে উল্লেখ করেছেন, ১৪৫০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে আজ। তার মধ্যে ২৫ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এই ২৫ জনের মধ্যে সিপাহীজলা জেলার ৯ জন, পশ্চিম জেলার ৮ জন, উত্তর জেলার ৪ জন, ধলাই জেলার ২ জন, খোয়াই ও দক্ষিণ জেলায় একজন করে।

এদিকে, শুক্রবার হঠাৎ করেই ত্রিপুরায় করোনার গ্রাফ উর্দমুখী হয়েছে। একলাফে প্রায় শতকের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। আরও চিন্তার বিষয় হল, ত্রিপুরায় বিএসএফ পরিবারে আবারও করোনা থাবা বসিয়েছে। নতুন করে শুক্রবার যে ৯৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে তাদের মধ্যে ২৩ জন বিএসএফ জওয়ান রয়েছেন। দীর্ঘদিন বাদে হঠাৎ করোনা সংক্রমণের হার বেড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তার বিষয় বলেই মনে হচ্ছে।

কারণ, গত কয়েকদিনে ভ্রমণ ইতিহাস ছাড়াও মানুষের দেহেই করোনার সংক্রমণ মিলছে। ফলে, রাজ্যে করোনা সংক্রমণের স্থিতি ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে কি না, তা চিন্তার বিষয় বলেই মনে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শুক্রবার গভীর রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় করোনা সংক্রমণের তথ্য ঘোষণা দিলেও তাদের ভ্রমণ ইতিহাস কিংবা কিভাবে তারা সংক্রমিত হয়েছেন সেই বিষয়ে কোনও তথ্য জানাননি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মোট ১৩২৫ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বজ্রাঘাতে আহত চার রাবার শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ জুলাই।। বজ্রাঘাতে চারজন আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

শনিবার দুপুরে গোমতী জেলায় উদয়পুর মহকুমায় বন্দোয়ারে ছাত্রাপাং এলাকায় বজ্রাঘাতে চার রাবার শ্রমিক আহত হয়েছেন। প্রতিদিনের মত আজকেও ঝুটন দেববর্মা(২৬), জয় রাম দেববর্মা(২৭), রঞ্জন দেববর্মা(৩২) এবং মাথি রঞ্জন দেববর্মা(২৭) রাবার বাগানে কাজ করতে যান। হটাৎ বজ্রপাতে ওই চারজন আহত হন। রাবার বাগানে উপস্থিত অন্য শ্রমিকরা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ছুটে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে চারজনই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসক-রা জানিয়েছেন।

আনারস ও লেবুর সরবত খাওয়ানোর মাধ্যমে রাজ্যে চালু মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। ত্রিপুরায় চালু হল মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধ অভিযান। ত্রিপুরার বিখ্যাত কুইন আনারস এবং লেবুর রস খাওয়ানোর মাধ্যমে এই অভিযানের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, স্বাস্থ্যকর সমাজ যে কোনও রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি। বর্তমান পরিস্থিতিতে উন্নয়নের প্রশ্নে করোনাকে পরাজিত করার জন্য মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি খুবই জরুরি। এজন্য ত্রিপুরা সরকার "মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধক অভিযান" শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি। তাঁর দাবি, এরই অংশ হিসেবে ত্রিপুরা সরকার আগামী এক মাসের জন্য রাজ্যজুড়ে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধ অভিযান কর্মসূচির আওতায় জুলাই মাসে ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ আনারস এবং লেবুর

সরবত বিনামূল্যে স্বসহায়ক গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। প্রতি শনিবার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪-টার মধ্যে ত্রিপুরার ৩১৬টি জায়গায় দুস্থদের বিনামূল্যে ওই সরবত বিতরণ করা হবে। সরবত তৈরি করতে আনারস ও লেবু সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা হচ্ছে। তৃণমূল স্তর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া কার্যকরে নজর রাখছে ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঝুঁকিপূর্ণ দক্ষিণ কচুছড়ায় খাবারের তীব্র অভাব, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত সালেমা ব্লকের দক্ষিণ কচুছড়া এলাকার বাসিন্দারা আজ শনিবার খাবারের দাবিতে পথ অবরোধ করেছেন। খবর পেয়ে প্রশাসনিক আধিকারিক-রা অবরোধস্থলে ছুটে যান এবং খাবার সরবরাহের বন্দোবস্তের আশ্বাস দেওয়ার ভিত্তিতে স্থানীয় জনগণ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

ধলাই জেলায় কমলপুর মহকুমায় দক্ষিণ কচুছড়া এলাকায় করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেও পুনরায় মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সরকারি খাদ্য সরবরাহ-র নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী। খাবারের অভাবে তারা ভুগছেন বলেও দাবি করেছেন। ফলে, খাদ্য ও পানীয় জলের দাবিতে শনিবার সকাল থেকে সালেমা ব্লকের সাউথ কচুর ছড়া গ্রামের জনগণ পথ অবরোধের শামিল হন।

অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধস্থলে ছুটে যান। তাদের অভিযোগ সম্পর্কে প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবগত হন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনের তরফে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন আধিকারিক-রা। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে আপাতত দক্ষিণ কচুছড়া গ্রামের দেববর্মা পাড়ার লোকজনরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। চাহিদা অনুযায়ী করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় চাল-ডাল সহ অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এদিকে, স্থানীয় জনগণের আরও অভিযোগ, সরকারের তরফে যে পরিমাণ চাল, ডাল, সবজি করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সরবরাহ করা হয়েছে তা চাহিদার তুলনায় খুবই কম। ফলে, তাদের মাঝেমধ্যেই অভুক্ত থাকতে হচ্ছে। অবরোধের পেছনে তা অন্যতম কারণ বলে দাবি করেছেন তারা।

দেবর-বৌদির প্রেম, জুটিকে ধরে গণধোলাই দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানা এলাকার ব্রজেন্দ্র নগরে বৌদিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে উত্তম-মধ্যম খেলো দেবর। অভিযুক্তের নাম অমিত মালাকার। পেশায় রেশন ডিলার। তার স্ত্রী এবং দুই সন্তান রয়েছে।

অপরদিকে বৌদিরও সন্তান রয়েছে। এরইমধ্যে বৌদির প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে দুজনে পালিয়ে যায়। ধর্মনগর পদ্মপুরে পরকীয়া প্রেমিক জুটিকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেন স্থানীয়রা। উত্তম-মধ্যমে দু'জনেই গুরুতরভাবে আহত হন। তাদেরকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাদের নির্বাচনী এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে অবশ্য থানায় কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। পারিবারিক ও স্থানীয়ভাবে বিষয়টির মীমাংসা করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।

দিনভর বৃষ্টিপাতে নাকাল জনজীবন আজ ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। দিনভর বৃষ্টিপাতে ত্রিপুরায় জনজীবনে ছন্দপতন হয়েছে। কিন্তু, আগামীকাল ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি হওয়ায় মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। আজ শুধু আগরতলায় বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ৮.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

বর্ষা মরশুমে ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাতের পরিমান এখনো স্বাভাবিক রয়েছে। আজ দিনভর বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ভীষণ প্রভাব পড়েছে। একদিকে করোনা-র প্রকোপ, অন্যদিকে প্রকৃতি-র রুদ্ররূপ ত্রিপুরাবাসীর নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ ত্রিপুরায় ৮ জেলাতেই বৃষ্টিপাত হয়েছে। তবে, পরিমান স্বাভাবিক ছিল। তাই, নদীর জলস্তর এখনও বিপদসীমা অতিক্রম করেনি। এদিকে, রাজধানী আগরতলা শহরে জল নিকাশি ব্যবস্থায় পরিবর্তন হওয়ায় রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়নি।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামীকাল ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, কাল ত্রিপুরায় সম্পূর্ণ লকডাউন থাকবে। ফলে মানুষ এমনিতেই বাড়িঘর থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কে বাগবাসায় কুড়ি লক্ষ টাকার গাঁজা বোঝাই ট্রাক আটক, গ্রেপ্তার চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৪ জুলাই।। আবারও উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার বাগবাসা আউটপোস্টের আওতাধীন ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের উপর তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।মিনি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে ২১ প্যাকেট গাজা উদ্ধার করে পুলিশ।উদ্ধারকৃত গাজার বাজারমূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা।সাথে আটক করা হয় মিনি ট্রাক চালক যতন শীল(৩২) কে।এই নেশা বিরোধী অভিযানে নেতৃত্ব দেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজিব সুত্রধার, ধর্মনগর থানার ওসি মিলন দত্ত, বাগবাসা আউটপোস্টের ওসি দীপাল রুদ্র পাল।

এদিকে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানান, গোপন সূত্রের ভিত্তিতে মিনি ট্রাকে

তল্লাশি চালিয়ে চা পাতা প্যাকেটের ভেতরের থেকে ২১ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। যার বাজারমূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। সাথে আটক করা হয় মিনি ট্রাক চালক যতন শীল (৩২) পিতা-মৃত গিরেন্দ্র শীলকে।তার পারি খোয়াইয়ের তেলিয়ামুড়ায়। পাশাপাশি ধর্মনগর থানায় একটি এনডিপিস অ্যাক্টে মামলা নিয়ে তদন্তে নেমে পড়েছে বাগবাসা আউটপোস্টের পুলিশ। পুলিশ সুপার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘনিয়ামারায় বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত শিশুকন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। বিশালগড় থানা এলাকার ঘনিয়ামারা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে এক শিশু কন্যা। আহত শিশু কন্যার নাম টিনা আক্তার। বয়স ৭ বছর। শিশুকন্যাটি দোকান থেকে টিফিন ক্রয় করার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। তখনই দ্রুতগামী একটি বাইক এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। বাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে শিশু কন্যাটি গুরুতরভাবে আহত হয়। স্থানীয় লোকজন আহত শিশু কন্যাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। আহত শিশুকন্যাটির শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে বিশালগড় হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বাইক চালকের দ্রুতগামীতা-ও অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

ভৌমিক নার্সিং হোমের ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরের ধলেশ্বরে ভৌমিক নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ মিলেছে। চিকিৎসক দিলীপ কুমার ভৌমিক এর বিরুদ্ধে পূর্ব আগরতলা থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মৃত রোগিণীর নাম শুক্লা চক্রবর্তী। বাড়ি টাউন প্রতাপগড় এলাকায়। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী ওই পরিবারের লোকজন রা সব সম্বল বিক্রি করে চিকিৎসার জন্য শুক্লা চক্রবর্তীকে ভৌমিক নার্সিংহোমে ভর্তি করান।

চিকিৎসকের কথামতো সব ধরনের ঔষধ পত্রের জোগান দেওয়া হয়। স্থানীয় ওষুধের দোকানে অনেক টাকা বাকিও পড়ে রয়েছে। চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসায় রোগী শুক্লা চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বকেয়া টাকা মিটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত মৃতদেহ পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেবে না বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। তাতে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

একদিকে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু অন্যদিকে বকেয়া টাকা মিটিয়ে না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমানা সংক্রান্ত বিবাদের জেরে সংঘবদ্ধ হামলায় জখম প্রতিবেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। ভাই, বোন এবং বোনের জামাইয়ের সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় আহত প্রতিবেশী যুবক। ভাই ,বোন এবং বোন জামাই তিনজন মিলে প্রতিবেশী একজনের বাড়িতে গিয়ে ঘরের দরজা জানলা ভেঙ্গে বাড়িতে রাখা অটো গাড়িটিকে ভাঙচুর করে এবং কাঁচের বোতল দিয়ে ঘরের টিল ছোড়ে বলে অভিযোগ।

ভয়ে কাঁচের টুকরোর উপর দিয়ে দৌড়াতে গিয়ে পা কেটে চৌচির হয়ে রক্ত ঝরতে থাকে কিংকর ভৌমিকের। ঘটনা দক্ষিণ চরিলাম রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। কিঙ্কর ভৌমিকের বাড়ির সামনে সরকারি জায়গায় বেড়া দিয়ে দেয় পার্শবর্তী বাড়ির চন্দ্রিকা দেবনাথ ,অসীম দেবনাথ এবং চন্দ্রিকা র স্বামী বলে অভিযোগ। এই বেড়া দেওয়ার ফলে কিঙ্কর ভৌমিক তার নিজ বাড়িতে প্রবেশ করতে পারছিল না। কিঙ্কর ভৌমিকের বাড়ির রাস্তাটি রায়তি জোত।

জোরপূর্বক ভাই বোন এবং বোনের স্বামী তিনজন মিলে কিঙ্কর এর বাড়িতে প্রবেশের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। কিঙ্কর ভৌমিক কেন বাড়ির রাস্তাটি বন্ধ করে দেওয়া হল এই বিষয়ে জানতে গেলে ভাই, বোন এবং বোনের জামাই মিলে সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালায় তার বাড়িতে বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৬২ ▫ ৫ জুলাই ২০২০ ইং ▫ ২০ আষাঢ় ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিদ্যুৎ, শিল্পের বিড়ম্বনা

করোনা ভাইরাস শুধু ত্রিপুরা ভারত নহে গোটা বিশ্বকেই বিধ্বস্ত করিয়াছে। বিশেষ করিয়া পিছাইয়া পড়া রাজ্য ত্রিপুরা একেবারেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অবস্থায় আছে মনে হয় না। যে দেশে বা রাজ্যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের গ্রাফ উপর দিতে থাকে সেই দেশ শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের দিকে আগাইয়া যায়। করোনা প্রকোপে ত্রিপুরায় বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়াছে। ফলে, ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমকে লোকসানের হাত হইতে বাঁচাইতে ত্রাতার ভূমিকায় নামিতে হইতেছে রাজ্য সরকারকে। ভিডিও কনফারেন্সে কেন্দ্রের বিদ্যুৎ মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রীদের সাথে বৈঠকে এই তথ্য তুলিয়া ধরেছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। বৈঠকে তিনি জানাইয়াছেন কোভিড-১৯ মহামারির কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বহিঃরাজ্যে বাণিজ্যিক কাজকর্ম বন্ধ হওয়ায় ২০ শতাংশ বিদ্যুতের চাহিদা কমিয়াছে। এপ্রিল ও মে মাসে সংগ্রহও কমিয়াছে ৩০-৪০ শতাংশ। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার প্রায় ২২০.৯৫ কোটি টাকা বকেয়া বিল রহিয়াছে। এইসব সমস্যার নীরিখে ত্রিপুরা সরকার কিছু ব্যবস্থা নিয়াছে।

ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের বকেয়া বিলের কারণে যে ক্ষতি হইতেছে তাহা বৈধ ও নিয়মিত বিল পরিশোধ করেন এমন গ্রাহকরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না কেন? শুধু রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা নহে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বহু লক্ষ টাকা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করিয়া দিব্যি চলিতেছে। তাহাদের গায়ে কাঁটার আচড়ও পড়ে না। ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার কমিয়া যাওয়া যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। বেশ কিছুদিন আগেই খুব ঘটা করিয়া রাজ্য সরকার 'শিল্প নীতি' মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর যে শিল্পে একেবারেই ফাঁকা মাঠ তাহা বিদ্যুৎ ব্যবহার হ্রাসের ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। করোনার কারণে বর্তমানে চালু শিল্প কারখানায়ও গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে। শুধু ত্রিপুরা নয় বিভিন্ন রাজ্যে শিল্প কলকারখানার ক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত বিপর্যয় নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ত্রিপুরায় করোনার আগেই তো শিল্পে বন্ধ্যা পরিণতি দেখা গিয়াছে। একদিকে রাজ্যে বিদ্যুতের ক্ষতির বহর কমানো অন্যদিকে রাজ্যে শিল্প কলকারখানা চালু করা বা নতুন উদ্যোগীদের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা। অবশ্য এক্ষেত্রে দুই নম্বরী ধান্দা কাজ করে। শিল্পের জন্য ত্রিপুরা সরকার যে বিশষে সুবিধা দিয়া থাকে সেগুলি ব্যবহার করিয়াই অনেক শিল্পদ্যোগীরা পগার পাড় হয়। ত্রিপুরায় কৃষিকাজেও বিদ্যুৎ নামেমাত্র ব্যবহার করা হয়। জলসেচের জন্য সরকারী পাম্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যয়ও নামমাত্র। আসলে ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ, শিল্পে কৃষিতে সরকারী তরফে তেমন সার্থক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। ত্রিপুরায় এক সময় তো বিদ্যুৎ সংকটে মানুষ জেরবার হইত। অথচ এখন বিদ্যুৎ আছে তো চাহিদা নাই। এই রাজ্যার ভবিষ্যৎ নিয়াই শঙ্কিত থাকিলে চলিবে না। ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ রাজ্য। এখানে পাহাড়ী বাঙালী কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কাজ করেন। এই করোনা অতিমারির মধ্যেই পিছাইয়া থাকিলে চলিবে না। আগাইয়া যাইবার মুক্ত পথ খুঁজিতে হইবে। ত্রিপুরা অনেক দূর্যোগ কাটাইয়াছে। সব ক্ষেত্রেই রাজ্যকে যতটা সম্ভব স্বাবলম্বী করিতে হইবে। তবেই আসিবে প্রগতির পথ।

রাতভর চিকিৎসায় স্থিতিশীল লকেট চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ জুলাই (হি. স.): আপাতত স্থিতিশীল করোনা আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। গতকাল টুইট করে নিজেই তাঁর করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। গতকালই তাঁকে বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিন হাসপাতাল সূত্রে খবর, বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউতে রেখে সারারাত তাঁর চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। আপাতত তাঁকে ভর্তি থাকতে হবে। তবে আজই তাঁকে আইসিইউ থেকে সরিয়ে কেবিনে দেওয়া হতে পারে।

বেশ কিছুদিন ধরেই জ্বর, সর্দি, কাশি সহ করোনার উপসর্গ ছিল তার। এরপর দুবার নমুনা সংগ্রহ করা হলে সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপরেই তড়িঘড়ি শুক্রবার তাঁকে দুপুরে বাইপাসের ধারের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

লকেট টুইটারে লেখেন, 'সামান্য জ্বর আছে, গত এক সপ্তাহ ধরেই নিজেকে আইসোলেশনে রেখেছি আমি। এমনিতে সব ঠিক আছে, সময়মতো জানাব।' ইতিমধ্যেই এই বিজেপি সাংসদের সংস্পর্শে কারা এসেছিলেন সেই তালিকা তৈরি করে তাদের নজরদারিতে রাখা হচ্ছে।

করোনা সংক্রমণ রুখতে ৪ রাজ্য থেকে বিমান নামবে না কলকাতায়

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি. স.): করোনার সংক্রমণ রুখতে এবার চার রাজ্য থেকে কলকাতায় বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করল কেন্দ্র। ৬ থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকবে পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি মেনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রক।

কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ শনিবার দুপুরে টুইট করে জানায়, চারটি রাজ্যের ৬ টি শহর থেকে কোন বিমান নামবে না কলকাতায়। এই ছ'টি শহর হল— মুম্বই, দিল্লি, পুণে, চেন্নাই, আমদাবাদ এবং নাগপুর। ঘটনাচক্রে ৬টির মধ্যে তিনটিই মহারাষ্ট্রের।

মুখ্যমন্ত্রী বারবার বিমান ও রেল চলাচলের ওপর রাশ টানার আবেদন জানিয়েছিলেন কেন্দ্রের কাছে। কারণ গত সপ্তাহেই চেন্নাই থেকে দু'জন করোনা পজিটিভ রোগী দিব্যি প্লেনে চেপে কলকাতায় এসে নামেন। তাঁরা মেদিনীপুরের বাসিন্দা। তারপর পাঁশকুড়ার বড় মা হাসপাতালে গিয়ে বলেন তাঁরা পজিটিভ। তাঁদের শরীরে সংক্রমণ আছে জেনেও তাঁরা ফেরায় ক্ষোভ শোনা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ রাজ্যের নাম না করে বলেন, 'পাঁচটি শহর থেকে যদি কলকাতায় বিমান না আসে তাহলে ভাল হয়।আমি নাম বলছি না। যাঁরা বোঝাবার নিশ্চয়ই বুঝবেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধের পর এই শনিবার কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক জুলাই মাসের ১৯ তারিখ পর্যন্ত উল্লিখিত ৬ শহর থেকে কলকাতায় বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করল। ওই ৬ শহর থেকে এমন কোন বিমান কলকাতার বিমানবন্দরে নামবে না ঠিক তেমনি কলকাতা থেকেও কোন বিমান ওই ছয় শহরে যাবে না।

অন্ধ্রে নতুন করে আক্রান্ত ৭৬৫ জন, মৃত্যু আরও ১২ জনের

অমরাবতী, ৪ জুলাই (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন ৭৬৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে আরও ১২ জনের। সবমিলিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে মোট ১৭,৬৯৯ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং মৃত্যু বেড়ে হয়েছে ২১৮। অন্ধ্রে এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা রোগী ৯৪৭৩ এবং করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮০০৮ জন।

শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশ স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় অনন্তপুরে ১২৭ জন, চিত্তোরে ৬৭ জন, পূর্ব গোদাবরীতে ১০২ জন, গুন্টুরে ৬০ জন, কাডাপায় ৭৩ জন, কৃষ্ণা জেলায় ৭০ জন, কুরনুলে ১১৮ জন, নেল্লোরে ২৭ জন, প্রকাশমে ৫৭ জন, বিশাখাপত্তনমে ৯ জন, ভিজিনগারামে ১৩ জন, পশ্চিম গোদাবরীতে ৪ জন সংক্রমিত হয়েছেন।

করোনা অতিমারির দিনে নীরব শিকার শিশুরা

ড. রতন ভট্টাচার্য

"প্রতিটি শিশু আশা নিয়ে জন্মে। শৈশ্ব সে কিছু সোনালি স্বপ্ন দেখে। কৈশোর সে আরও বেশি আশাবাদী হয়ে ওঠে। যৌবনকালে সে মৃত্যু কিংবা পরাজয়ে বিশ্বাস না। বার্ধক্য আসে, জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। স্বপ্নগুলো চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে বাতাসে উড়ে বেড়ায়। আর তখনই মানুষ নিরাশ হয়ে যায়"— বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শিশুরা করোনা ভাইরাসে অপেক্ষাকৃত অনেক কম আক্রান্ত হলেও বলা হচ্ছে শিশুরা করোনা ভাইরাসের নীবর শিকার। করোনা ভাইরাস একটি এমন ভাইরাস যা স্তব্ধ করে দিয়েছে পৃথিবীর প্রাণচাঞ্চল্য। আন্তর্জাতিক সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বাল হয়েছে, "তাদের একটি জরিপে অংশগ্রণকারী ৬৪ শতাংশ শিশু জানিয়েছে যে তাদের পরিবার কঠিন খাদ্য সংকটে রয়েছে। খুব ছোট পরিসরে জরিপটি করা হলেও এ থেকে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ সংক্রমণের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটায় বেকারত্ব, দারিদ্র্য, ক্ষুধাও যেন কোভিড-১৯ এর উপসর্গ হয়ে উঠেছে। বসিরহাটের এক পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী তার স্বামী পেশায় বাস চালক। একসময় যার উপার্জন ছিল মাসে ১৫ হাজার টাকার বেশি,কিন্তু মাস চারেকেরও বেশি সময় ধরে গণপবিরহণ বন্ধ থাকায় ঘরে খাবার নেই এমন দিনও গেছে। লকডাউন চলাকালীন তার স্বামী দিনে সিএনজি নিয়ে বের হতেন আর প্রায়ই খালি হাতে ফিরতেন। এখন অকেটরিকশা চালাতে পারলেও আগের মতো এত যাত্রী নেই, অনেক ধারদেনা হয়ে গেছে। আগে হয়ত বাবা-মা তার শিশুকে সপ্তাহে পাঁচটা ডিম দিতে পারত। এখন হয়ত একটা বা দুটো দিতে পারে। সব খাবারগুলো আর দিতে পারছে না।"

শিশুর বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। পরিবারে খাদ্য সংকট কারণে শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগছে। "ছেলেটা সারাদিন খাই খাই করে। কিন্তু টাকা না থাকলে কোত্থেকে খেতে দেব"। পরিবারের অভুক্ত দিন কাটানো আর এখনকার দৈন্যদশার কারণ করোনা ভাইরাস। বাবা-মায়ের বেকারত্ব ও আয় কমে যাওয়ার বড় প্রভাব সাধারণত পড়ে শিশুদের ওপর। শিশুরা বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। সার্বিকাভাবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যে ব্যাঘাত ঘটেছে তাতে আমাদের মধ্যে যারা দরিদ্র ও হতদরিদ্র তাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। নতুন অনেক পরিবার দারিদ্র্যের তালিকায় চলে আসবে। পরিবারের সদস্যদের যদি আয় কমে যায় তাহলে ওই উপার্জনক্ষম ব্যক্তির উপর পরিবারের অন্য যারা নির্ভরশীল তাদের পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উপর খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রভাব পড়বে। বেসরকারি অফিসে কাজ করা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের অনেকেরই বেতন বন্ধ হয়ে গেছে বা কমে গেছে, আর অস্থায়ীদের অনেকের চাকরি চলে গেছে। এসব ঘরে তো খাবার ঠিকমতো আসছে না। শিশুর যে সুষম পুষ্টি সেটা কিন্তু হচ্ছে না। সে কারণে শিশুর লম্বায় বড় হওয়া, ওজন বাড়া এসব কমে যাচ্ছে। এমনিতে বাইরে বেরোতে পারছে না। খেলাধুলো করার জন্য। এর ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ছে মনে। স্কুল যাওয়া বন্ধ। কতক্ষণ মোবাইলে গেম খেলা যায়। তাছাড়া দরিদ্র পরিবারে শিশুরা এত মোবাইল ব্যবহারের সুযোগই বা কোথায়

পাবে। মাঠ ময়দানে পার্কে খেলাধুলো ছিল তাদের একমাত্র বিনোদন ও শরীরচর্চার জায়গা। মানসিক স্বাস্থ্যও ভাল থাকত। গৃহবন্দি হয়ে থাকা শিশুরা তাই শুধু শারীরিকভাবেই নয়, মানসকিভাবেও বিপর্যস্ত। দীর্ঘদিনের আবদ্ধ অবস্থা শিশুর সকল ধরনের বিকাশ বাধাগ্রস্ত করছে। এছাড়া শিশুর সময় কাটানোর জন্য আরেকটা শিশুর দরকার হয়। আর অন্যদিকে আরেকটি শিশুর সংস্পর্শে আসার সুযোগ শিশুরা সবচেয়ে বেশি পায় স্কুলে, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের পরিবারে। সেই সুযোগ তার একেবারেই কমে গেছে। ইউনিসেফের শিশু সুরক্ষা কর্মর্তারা বলছেন, ভুক্ষা, অপুষ্টি ও একাকীত্ব ছাড়াও শিশুরা ঝুঁকির মুখে পড়বে আরও নানাভাবে। বিশেষজ্ঞরা এটিকে বলছেন 'সেকেন্ডারি এফেক্ট'। দীর্ঘ লকডাউনে ব্যবসা বাণিজ্যি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকার কারণে মন্দা, বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় স্কুলে বাড়বে শিশুদের ড্রপআউট। শিশুশ্রম, বাল্যবিয়ে, পাচারের শিকার হবে। বাড়িতে খাবার নেই, তাই তারা পরিবারের সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তিতে যুক্ত হচ্ছে। ১০ থেকে ১৮ যে বয়সটা, কিশোর বয়সে যারা আছে তারা বেশিতে ঝুঁকিতে রয়েছে। কিশোর বয়সী মেয়েরা বিশেষ করে বাল্যবিবাহের শিকার হবে। যেহেতু স্কুলে যেতে পারছে না, তাই খুবই সম্ভাবনা পরিবার শিশুদেরকে বিভিন্ন কাজে যুক্ত করবে। শিশুদের পাচারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। ইদানিং রাস্তায় অনেক বেশি শিশুকে ভিক্ষা করতে দেখা যায়। ভ্যানে করে পাড়ায় পাড়ায় যারা সব্জি বিক্রি করতে আসে তাদের অনেকেই কিশোর বয়সী। যে সময়ে স্কুলে থাকার কথা, তেমন অনেক শিশুকে দেখা যাচ্ছে রিকশা ভ্যান ভর্তি সদাই নিয়ে বাবার সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বলছে, ২০০০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী শিশুশ্রমের হার কমেছিল ৯৪ শতাংশ কিন্ত করোনা ভাইরাস অতিমারির কারণে এর প্রবণতা উল্টো পথে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ শিশু আবারও শিশুশ্রমে যুক্ত হতে বাধ্য হবে বলে সংস্থাটি আশঙ্কা প্রকাশ করছে। স্কুলের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষায় যে ঘাটতি হচ্ছে আগামী বছরেও হয়ত সেটা কাটিয়ে ওঠা যাবে না। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কাছে যে ধরনের পড়াশোনা হয় সেটা ঘরে বসে ছয় না ক্লাসে ৪৫ মিনিট সে যা সিখবে ওই একই বিষয় সে ঘরে শিখতে সক্ষম হচ্ছে না। সবচেয়ে বয় হল বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুদের আগ্রহ চলে যাচ্ছে। অনলাইন শিক্ষা নিয়ে উৎসাহ কমে আসছে। ক'দিন টিভি চ্যানেলে সব শেখানো যাবে বলে খুব আশা করা গিয়েছিল। এখন সব কমে আসছে। গ্রামের গরিব গুর্বোর জন্য ওসব অনলাইন শিক্ষা অলীক কল্পনা। আরে বাবা করোনা আবহে দেশটা তো দু'দিনে আমেরিকা ইউরোপ হযে যাবে না। বড় শহরে কিছু স্কুল অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে গেলেও গ্রামের শিশুরা তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারি টেলিভিশনে পাঠদান অনুষ্ঠান হলেও অনেকে তা জানেই না। এতদিন স্কুল বন্ধ থাকায় সেশন জট তৈরি হবে। স্কুল যখন শুরু হবে, যেসব পড়াশোনা হয়নি সেটা নিয়ে শিশুরা হিমসিম খেয়ে যাবে। তাদের উপর চাপ তৈরি হবে।

অন্যদিকে সারাদিন বাবা-মায়ের ভারিস সংক্রমণ আয়, রোজগার আর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বেগ। করোনা ভাইরাসে শিশুরা খুব বেশি আক্রান্ত না হলেও এ থেকে মুক্তিরও যেন উপায় নেই। দিনভর সকল সম্প্রচার মাধ্যমে একই বিষয়ে আলোচনা মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে বিশ্বব্যাপী এক কোটি মানুষের আক্রান্ত হওয়া, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর খবর নিয়ে চারপাশে বড়বারও সারক্ষণ কথা বলছে। চারিদিকে শুধু শঙ্কার আবহ শিশুর মনোজগতের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন কিলিনিকাল সাইকোলজিস্টরা। শিশুরা বুঝতে পারে না করোনা ভাইরাস কী, এর ক্ষতিটা কী, কেন তাদের সারাক্ষণ ঘরেই থাকতে হচ্ছে। হঠাৎ করে তার স্বাভাবিক রুটিনটা এলোমেলো হয়ে গেছে। সে স্কুলে যেতে পারছে না, খেলতে পারছে না। তাদের আবেগ ও আচরণের মধ্যে একটা পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি। হয়ত অকারণে জেদ করছে। কান্নাকাটি করছে। বাড়িতে অনেকে বেশি করোনা ভাইরাস নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বাব-মা সংসার চলবে কী করে, টাকা পয়সা নেই, সামনে কী হবে, সেসব বিষয় নিয়ে সারাক্ষণ কথাবার্তা বলছেন। বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তায় শিশুদের উদ্বেগ বাড়তে পারে। কিশোর বয়সীরা হয়ত অনেক বেশি সময় ঘরে দরজা আটকে থাকছেন, অনলাইনে অনেক বেশি সময় কাটাচ্ছেন। তাদের মধ্যে বিষণ্ণতা দেখা দিচ্ছে। বাবা-মায়ের মানসিক চাপের কারণে শিশুদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। যার ব্যাখ্যা হয়ত বুঝতে পারবে না শিশুর সরল মন। এতে বাবা-মায়ের উপরে তার ক্ষোভ তৈরি হতে পারে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন বেড়ে যেতে পারে। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সংস্পেশর্শে আসতে পারে। সবমিলিয়ে ক্ষুধা, অপুষ্টি, শিশু শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মনে নিশ্চিতভাবেই দীর্ঘমেয়াদী একটা ট্রমা রেখে যাবে করোনা ভাইরাস সৃষ্ট অতিমারি, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও ইউনিসেফ এক নতুন প্রতিবেদনে বলেছে, কোভিড-১৯ সংকটের ফলশ্রুতিতে আরও লাখ লাখ শিশুকে শিশু শ্রমে ঠেলে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি হযেছে। যা গত ২০ বছরের অগ্রগতির পর প্রথম শিশুশ্রম বাড়িয়ে দিতে পারে। আইএল-র মহাপরিচালক গাই রাইডার বলেন, " অতিমারি পরিবারিক আয়ে বিপর্যয় নিয়ে আসার কোনো সহায়তা না পেয়ে অনেকেই সিশুর শ্রমে নিয়োজিত হতে বাধ্য হবে। সংকটের সময়ে সামাজিক সুরক্ষা অপরিহার্য, যেহেতু তা সবচেয়ে বিপর্যস্ত জনগো,টীকে সহায়তা দেয়। শিশু শ্রম নিয়ে উদ্বেগ প্রশমনে শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা, ন্যায়বিচার, শ্রমবাজার এবং আন্তর্জাতিক মানবিক ও শ্রম অধিকার বিষয়ে সমন্বিতভাবে বৃহত্তর পরিসরে নীতিমালা প্রণয়ন বড় পরিবর্তন আনতে পারে। ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক হেনরিয়েটা ফোর বলেন, "সংকটের সময় অনেক পরিবারই টিকে থাকাব কৌশল হিসেবে শিশু শ্রমকে বেছে নেয়"। দারিদ্র্য বৃদ্ধি, স্কুল বন্ধ ও সামাজিক সেবা প্রাপ্তি কমতে থাকায় অধিক সংখ্যায় শিশুদের কর্মক্ষেত্রে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। শিশুর পুষ্টির অভাব হলে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে। অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকবে।

এতদিন ধারণা ছিল শিশুরা অপেক্ষাকৃত বেশি নিরাপদ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের দিনগুলিতে কিন্তু সম্প্রতি ব্রিটেন ও আমেরিকার কিছু শিশুর বিরল এক প্রদাহজনিত রোগের শিকার হয়েছে যার সঙ্গে করোনা ভাইরাসের যোগাযোগ আছে। মুষ্টিমেয় কিছু শিশুর ক্ষেত্রে এটা নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করেছে এবং কাউকে কাউকে ইনটেনসিভ কোয়ার বা নিবিড় পরিচর্যায় রাখতে হয়েছে। ব্রিটেনে আক্রান্ত হয়েছে একশোর মতো শিশু। জানা গেছে, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও শিশুদের মধ্যে একই ধরনের উপসর্গ দেখা গেছে। ভাইরাস আক্রমণের পর একটু দেরি করে শরীরের প্রতিরোধক ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠার কারণে সম্ভবত এই উপসর্গ দেখা গেছে। এটা খুবই বিরল একটি রোগ, যার নাম কাওয়াসাকি ডিজিজ শক সিনড্রোম। শরীরে আকস্মিক একটা আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় উপসর্গ । এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ ডাক্তারদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে শিশুদের মধ্যে বিরল ও বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এরপর লন্ডনে আটজন শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা ঘটে, এর মধ্যে ১৪ বছর বয়স্ক একজন মারাও গেছে। এই শিশুরা সবাই একই ধরনের উপসর্গ নিয়ে লন্ডনের এভেলিনা লন্ডন চিলড্রেন্স হসপিটালে ভর্তি হয়। এদের সকলেই খুব বেশি জ্বর, র‍্যাশ, লাল চোখ, শরীর ফুলে যাওয়া এবং ব্যথার উপসর্গ ছিল। এদের বেশিরভাগেরই কারোর ফুসফুস বা শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা ছিল না। তারপরেও এদের মধ্যে সাতজনকে ভেন্টিলেটারের দেওয়া হয় তাদের হৃদযন্ত্র এবং রক্ত সঞ্চালন সমস্যায় সাহায্য করার জন্য। চিকিৎসকরা এটাকে বর্ণনা করছেন 'সংক্রমণের একটা নতুন ধারা' বলে, যার সঙ্গে মিল আছে কাওয়াসাকি শহ সিনড্রোমের। এই প্রতিক্রিয়া একটা বিরল রোগ উপসর্গ, যা প্রধানত দেখা যায় পাঁচ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে। এসব উপসর্গের মধ্যে রয়েছে র‍্যাশ, ঘাড়ের গ্রন্থিগুলি ফুলে ওঠা এবং ঠোঁট শুস্ক হয়ে পেটে যাওয়া। তবে এই নতুন উপসর্গ দেখা গেছে শিশু থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত বয়সীদের ক্ষেত্রেও। এদের মধ্যে অনেকের কঠিন জটিলতা তৈরি হয়েছে। লন্ডনের প্রথম সারির কলেজ ইম্পিরিয়াল কলেজে শিশুদের মধ্যে সংক্রামক রোগ ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক বিভাগের ড. লিজ হুইটেকার বলেছেন, এই মহামারির মধ্যে শিশুদের মধ্যে এই উপসর্গ দেখা দেওয়ার কারণে তাঁর মনে করছেন করোনা ভাইরাসের সঙ্গে এক যোগাযোগ কোভিড পরবর্তী বিশ্বকে আমরা নতুনভাবে দেখতে চাই বলে আমাদের নিশ্চিত কার দরকার যে শিশু ও তাদের পরিবারগুলো ভবিষ্যতে একই ধরনের ধাক্কা সামলে নিতে বিকল্প পথ খুঁজে পায়। মানসম্পন্ন শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা সেবাসহ আরো ভালো অর্থনৈতিক সুযোগ ইতিবাচক এই পরিবর্তনের নিয়ামক হয়ে উঠতে পারে। সমাজ কীভাবে শিশুদের প্রতি আচরণ করে তার মধ্যে দিয়ে সমাজের চেহারা ফুটে ওঠে"—নেলসন ম্যান্ডেলার এই কথাগুলো অনুধাবনের দিন এসেছে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কোভিড-১৯-এ নগরকেন্দ্রিক মৃত্যুর হার এত বেশি কেন?

শোভনলাল চক্রবর্তী

২০১৯ সালের নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়েলথ-এর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের ধনীতম কুড়িটি শহরের তালিকায় একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি মুম্বাই। আবার এখানেই আছে ধারাভি, মদনপুরা, গ্রান্ট রোডের ঘিঞ্জি বস্তি। করোনা সংক্রমণের আঁতুড়ঘর। এশিয়ার বৃহত্তম বস্তি ধারাভি। সাত লক্ষ মানুষের বাস এখানে। এখানাকার বাড়িতে উৎপন্ন চামড়ার জিনিস, জামাকাপণ, মৃৎশিল্প বিদেশের বাজারে রফতানি হয়। প্রায় একশো কোটি ডলারের বার্ষিক অর্থনীতি। বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ধারণার এক মিলনস্থল। এলাকাটা পৃথিবীর সব থেকে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলেও বটে, দারিদ্র্যের ঘনবসতি। দেড়শো বর্গফুটের ঘরে থাকেন গড়ে ছ'জন । মাথাপিছু পঁচিশ বর্গফুট। নেই পর্যাপ্ত, খোলা জায়গায় বা খেলার মাঠ । নেই পর্যাপ্ত খোলা জায়গা বা খেলার মাঠ। নেই পর্যাপ্ত আলো হাওয়া। যেখানে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে মাথাপিছু চল্লিশ বর্গফুট জায়গা দরকার সেখানে বস্তিবাসীদের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। ঘন ঘন হাত ধোয়ার জল এখানে বিলাশ ভাবনা। চল্লিশ শতাংশ বাড়িতে নেই নিজস্ব শৌচাগার। একটি গোষ্ঠী শৌচাগার ব্যবহার করেন অন্তত একশো জন। এবার বোঝা যাচ্ছে কি, কেন ভারতে কোভিড-১৯ এর মৃত্যুসংখ্যায় প্রথম স্থানে মহারাষ্ট্র । মহারাষ্ট্রের পঞ্চাশ শতাংশের বেশি মৃত্যু ঘটেছে মুম্বাইয়ে। এক কোটি পঁচিশ লক্ষ মুম্বাইবাসীর মধ্যে বস্তিবাসী বাহান্ন লক্ষ। এদিকে শহরের মাত্র সাত শতাংশ জমিতে অধকার বস্তিবাসীর। দক্ষিণ ও মধ্য মুম্বাইয়ে বৈভব ও দারিদ্র্যের মধ্যে যেন চলছে প্রতিযোগিতামূলক সহাবস্থান। মহারাষ্ট্রে নগরায়ণের হার জাতীয় গড়ের অনেক বেশি। কেন্দ্রে 'হাউজিং ফর অল' প্রকল্পে মুম্বাই পুর নিগম ও বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে যে বস্তি পুনর্বাসনের কাজ হয়েছে এবং এখনও চলছে, তাতে মাটির বস্তি আকাশ ছুঁয়েছে। পঁচিশ বা ত্রিশ তলা বাড়িতে খোলা জায়গা কমেছে আরও । মুনাফা দেখতে গিয়ে কমে গিয়েছে দুটি বাড়ির মধ্যে দূরত্ব, কমেছে বস্তি পিছু জমির পরিমাণ। পরিবারও সামাজিক জীবনযাত্রর সঙ্গে বাড়ির নকশার কোনও সম্পর্ক নেই। মুম্বাইয়ের বেশ কয়েকটি এই ধরনের আবাসনে বেড়েছে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, বহুতলের ঘেরাটোপে, অপ্রশস্ত বারান্দায় মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছেন। লিফটে স্পর্শবাহী জীবাণু সংক্রমণের বাড়তি বিপদ ডেকে আনছে। শিক্ষার অভাব, আর্থিক অক্ষমতা, ধর্মীয় সংস্কার, রক্ষণশীল মানসিকতা পরিশোধিত জলের ঘাটতি স্বাস্থ্য সচেতনতার পথে চিনের প্রাচীর তুলেছে। এর সঙ্গে রয়েছে বস্তিবাসীদের স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস। সব মিলিয়ে অবস্থা গুরুতর। মুম্বাই একটা উদাহরণ মাত্র। সারা ভারত জুড়ে গল্প সেই এক। সাধারণভাবে জনবসতির ঘনত্ব শহরের করোনা সংক্রমণের অনুঘটকও ব্যাপারে কোনও দ্বিমত নেই। সমস্যার মূলে রয়েছে জমি ও পরিষেবা বন্টন। উচ্চবিত্তের কন্ডভিল সুপরিকল্পিত গরিবের মহল্লায় সব কিছুতেই শুধু

মাধ্যমিকের প্রথম স্থানাধিকারীকে বিজেপি যুব মোর্চা পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে একটি পৃথক সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৪।। অবিলম্বে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে একটি পৃথক সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট এর মহাসচিব অ্যাডঃ গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশের সরকারের কাছে এ দাবী জানান।

তিনি বলেন, হিন্দু মহাজোট বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের আক্রমন শুরু হওয়ার পর পরই সারাদেশের ৪৭টি জেলায় মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাবস, হ্যান্ডসেনিটাইজার বিতরন করেছে। হাট —বাজার, মসজিদ -মন্দির সহ জনবহুল এলাকায় জীবানু নাশক স্প্রে বিতরন করেছে। কর্মহীন অসহায় মানুষদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেছে। অসহায় করোনা রোগীদেরকে খাদ্য, ঔষধ, পথ্য ও পরামর্শ সেবা কর্মসূচী অব্যাহত আছে। বিভিন্ন জেলায় হিন্দু মহাজোটের নেতা -কর্মীরা মানুষের ধান কেটে বাড়ী তুলে দিয়েছে। এ ছাড়াও একটি শব সৎকার টিম গঠন করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লাশ হাঁসপাতাল ও বাসাবাড়ী থেকে গ্রহণ করে শ্মশানে সৎকারের ব্যবস্থা করছে। বিভিন্ন শ্মশানে সৎকারকর্মীদের সুরক্ষার জন্য গামবুট, পিপিই সহ নিরাপত্তা সামগ্রী বিতরন করেছে। ২১ সদস্য বিশিষ্ট ফ্রি মেডিকেল টীম গঠন করে বিনা ফিতে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে। ফ্রি লিগ্যাল এইড টিম গঠন করে বিনা ফিতে আইনগত পরামর্শ দিচ্ছে। বর্তমানেও সারাদেশে হিন্দু মহাজোটের সেবা কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং দুর্যোগ না থামা পর্যন্ত সেবা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

তিনি বলেন,বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় কখনোই স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করে নাই। স্বাধীনতার পরপরই ঐতিহ্যবাহী রমনা কালি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। যদিও তা এখন ভারতীয় অর্থে পূনঃ নির্মান হচ্ছে। ১৯৭৪ সালের পহেলা জুলাই পরিত্যক্ত সম্পত্তি আইন পাশ করে এদেশের লক্ষ লক্ষ একর সম্পত্তি দখল করা হয়েছে। এর পর সংবিধান কেটে ছেটে সাম্প্রদায়িকীকরন করা হয়েছে। ২০০১ সালে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষ ধিক্কার জানালেও সেই সমস্ত নির্যাতনকারী অপরাধীদের একজনও শাস্তি ভোগ করে নাই। সরকারও নির্যাতন বন্ধে কোন ভূমিকা রাখে নাই। হিন্দু সম্প্রদায় দীর্ঘদিন যাবৎ সংখ্যালঘু নির্যাতন ও নিপিড়ন বন্ধে এবং সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে মহান জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পূণঃ প্রতিষ্ঠা এবং একটি সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করেছে। উক্ত দাবী দাওয়া বাস্তবায়নের দাবীতে হিন্দু সম্প্রদায় সারা দেশে ব্যপকভাবে আন্দোলন সংগ্রাম করেছে। কিন্তু বেদনার বিষয় সরকার দাবী দুটির প্রতি কর্ণপাত করে নাই। যে কারনে দিন দিন হিন্দু নির্যাতন বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট এর মহাসচিব অ্যাডঃ গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক আরো বলেন,প্রতিদিনই দেশের কোন না কোন স্থানে ঘটছে হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটছে। করোনা ভাইরাসের প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে সারা দেশে মানুষের মনে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। কে বাঁচে, কে মরে কেউ বলতে পারছে না। কর্মহীন মানুষ খাদ্যাভাবে দিশেহারা। সেই দুর্যোগময় মুহুর্তেও "মরার উপর খাড়ার ঘা" র মত হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ীঘর, মঠ মন্দিরে হামলা, ভাংচুর, হত্যা, হত্যা প্রচেষ্টা, জমি দখল, দেশ ত্যাগে বাধ্যকরন সহ নানা নির্যাতন অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের জনজীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। এমতাবস্থায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে- হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সহিংসতা ও নির্যাতন নিরোধ কল্পে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদে ৫০টি সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পূণঃ প্রতিষ্ঠা,ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছে,সরকারকে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে কঠোর ভূমিকা নিতে হবে এবং অবিলম্বে সকল অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করতে হবে।তিনি বলেন,হিন্দু সম্প্রদায় আশা করে সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরোক্ত দাবীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে আগামী জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বিল পাশ করে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের আশা আকাঙ্খা পুরন করবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডঃ দীনবন্ধু রায়, প্রেসিডিয়াম মেম্বার কালিপদ মজুমদার, সিনিয়র সহ সভাপতি প্রদীপ পাল, যুগ্ম মহাসচিব সুজন দে, অ্যাডঃ লাকি বাছার, নকুল চন্দ্র মন্ডল, হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক মহাজোটের আহ্বায়ক শ্যামল ঘোষ, হিন্দু মহিলা মহাজোটের সাধারণ সম্পাদক সাগরিকা মন্ডল, ঢাকা দক্ষিন হিন্দু মহাজোটের সভাপতি ডিকে সমির, সাধারন সম্পাদক শ্যামল ঘোষ, হিন্দু যুব মহাজোটের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রদীপ শঙ্কর, প্রশান্ত হালদার, হিন্দু ছাত্র মহাজোটের সভাপতি সাজেন কৃষ্ণ বল, অখিল মন্ডল, মিল্টন বিশ্বাস, সানি সাহা, টিকে সরকার আশিষ, কল্যাণ ঘোষ প্রমূখ।

বাংলাদেশে একদিনে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে, বেড়েছে সুস্থতার হার

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৪।। বাংলাদেশে করোনা শনাক্তের ১১৯তম দিনে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে, বেড়েছে সুস্থতার হার। গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ২৯ জন। গতকালের চেয়ে আজ ১৩ জন কম মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল ৪২ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ পর্যন্ত দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যুবরণ করেছেন ১ হাজার ৯৯৭ জন। শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৫ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ১ দশমিক ২৬ শতাংশ। গতকালের চেয়ে আজ দশমিক ০১ শতাংশ কম।

শনিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান। অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৭৩ জন। গতকালের চেয়ে আজ ১ হাজার ৬৭ জন বেশি সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ১ হাজার ৬০৬ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭০ হাজার ৭২১ জন। তিনি জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪৪ দশমিক ২৯ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৪৩ দশমিক ৫১ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার দশমিক ৭৮ শতাংশ বেশি। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘন্টায় ১৪ হাজার ৭২৭ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩ হাজার ২৮৮ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকালের চেয়ে আজ ১৭৪ জন বেশি শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল ১৪ হাজার ৬৫০টি নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছিল ৩ হাজার ১১৪ জন। তিনি জানান, দেশে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ৩২ হাজার ৭৪টি নমুনা পরীক্ষায় ১ লাখ ৫৯ হাজার ৬৭৯ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। মোট পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ১৯ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৩৩ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২১ দশমিক ২৬ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের ১ দশমিক ০৭ শতাংশ বেশি।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৩ হাজার ৮৭১টি। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৪ হাজার ৭৮১টি। গতকালের চেয়ে আজ ৯১০টি নমুনা কম সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৭১টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হলেও ৬৪টি পরীক্ষাগারের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল জানানো হয়। এসব পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৪ হাজার ৭২৭টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৪ হাজার ৬৫০টি। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ৭৭টি বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুবরণকারী ২৯ জনের মধ্যে ২১ জন পুরুষ ও নারী ৮ জন। এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে পুরুষ ১ হাজার ৫৮৭ জন এবং নারী ৪১০ জন। শতকরা হারে ৭৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ পুরুষ ও ২০ দশমিক ৮৩ শতাংশ নারী মৃত্যুবরণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিভাগে ৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ৭ জন, খুলনা ও সিলেট বিভাগে ৩ জন করে ৬ জন, বরিশাল বিভাগে ২ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১ জন। এদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ২৫ জন, বাসায় মারা গেছেন ১ জন। হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছেন ৩ জন।এ পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে ১ হাজার ৪১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫২১ জন, রাজশাহী বিভাগে ১০১ জন, খুলনা বিভাগে ৮২ জন, বরিশাল বিভাগে ৬৭ জন, সিলেট বিভাগে ৮৪ জন, রংপুর বিভাগে ৫৩ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৮ জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

নগাঁওয়ের বটদ্রবায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কিশোরের মৃত্যু

বটদ্রবা (অসম), ৪ জুলাই (হি.স.) : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক কিশোরের। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্য অসমের নগাঁও জেলার বটদ্রবার ঢাকাইবস্তি এলাকায়। নিহত কিশোরের নাম ওয়াহিদুর রহমান। এলাকারই বাসিন্দা আনিজুল হকের ছেলে ওয়াহিদুর।

শনিবার সকালে ঘর থেকে রাজপথে বেরোতেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ধিং বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির সাবডিভিশন কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। শুক্রবার রাতে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে রাস্তায় পড়ে ছিল। রাস্তায় পড়ে থাকা বিদ্যুতের তার স্থানীয়দের চোখে পড়লে তাঁরা তৎক্ষণাৎ ধিং বিদ্যুৎ সাব ডিভিশন অফিসে খবরটি দেন। কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগে দায়িত্বরত কর্মী আধিকারিকরা বিষয়টি গুরুত্ব দেননি বলেই শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এদিকে কিশোরের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পৌঁছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে তার মরণোত্তর পরীক্ষার জন্য নগাঁও সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

আহত জমাদ্দের চিকিৎসা ভালো ভাবেই হচ্ছে, দাবি সেনার

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি. স.): কেন্দ্রশাসিত লাদাখের লেহ - তে সেনা হাসপাতলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিদর্শনের পর বিভিন্ন মহল থেকে যে অভিযোগ উঠছে তা দুর্ভাগ্যজনক হিসেবে অবিহিত করা হয়েছে সেনাবাহিনীর তরফে। ৩ জুলাই, শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী আহত জওয়ানদের দেখতে যে হাসপাতালে গিয়েছিলেন সেখানকার পরিষেবা নিয়ে বিভিন্ন মহলে অভিযোগ উঠছে। এমন ধরনের ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক এবং যে অভিযোগ উঠেছে তার কোনও ভিত্তি নেই। আহত সৈনিকদের চিকিৎসা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে তার কোনও প্রকার ভিত্তি নেই।আহত জওয়ানদের চিকিৎসার জন্য সেনাবাহিনী তরফ থেকে উন্নত মানের চিকিৎসা সরবরাহ করা হয়েছে বলে সেনা তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৫ ই জুন, সোমবার রাতে গালওয়ান উপত্যকায় টহলরত ভারতীয় সেনা জওয়ানদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় চীনা সেনা।দুই তরফের হাতাহাতি শহীদ হন ২০ ভারতীয় জওয়ান। আহত ৭৬।শুক্রবার লাদাখ সফরে গিয়ে সেই আহত সৈনিকদের দেখতে যান প্রধানমন্ত্রী।

বিএনপি নেতারা আইসোলেশনে থেকে সরকারের দোষ ধরে : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৪।। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপির অনেক নেতা ঘরের মধ্যে আইসোলেশনে থেকে শুধু প্রেস ব্রিফিং করে আর সরকারের দোষ ধরে। তিনি বলেন, ' জনগণের সহায়তায় তারা এগিয়ে আসেনি। সারাদেশে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী এবং কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীরাই মানুষের পাশে আছে।' তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেন, "যারা ঘরে বসে বসে শুধু সমালোচনা করছেন, তারা কিন্তু ঘর থেকে বের হচ্ছেনা। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ ও সরকারের কেউ কিন্তু বসে নেই। আক্রান্ত হলে কি হতে পারে সেটিও আমি জানি, তাই আমি নিজেও বসে নেই। সব প্রস্তুতি নিয়েই কিন্তু মাঠে কাজ করছি। এই সময়ে দেশের মানুষ যখন আক্রান্ত, তখন হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোন কারণ নেই।

হাছান মাহমুদ শনিবার দুপুরে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলা অডিটরিয়ামে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি প্রদান ও বন্যাহাতির আক্রমণে মৃত ব্যক্তির পরিবারে সরকারের আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম, সহকারি পুলিশ সুপার আবুল কালাম আজাদ, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা আবু নাছের মোহাম্মদ ইয়াছিন নেওয়াজ, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা রেহানুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম তালুকদার, চেয়ারম্যান ইদ্রিছ আজগর, মুজিবুল হক হিরু এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আবু তাহের।

অনুষ্ঠান শেষে তথ্যমন্ত্রী রাঙ্গুনিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করে চিকিৎসা ব্যবস্থার খোঁজ খবর নেন। তিনি হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থার আরো উন্নতি ও আধুনিকায়নে নানা উদ্যোগের কথা জানান। এ সময় দলীয় নেতাকর্মীদের জনগণের পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়ে ড়হাছান বলেন,'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জনগণের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা নির্দেশনা মেনে জনগণের পাশে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো। সেই কারণে আমাদের দলের বহু নেতা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। অনেক নেতা মারা গেছেন। মৃত্যু যেকোন সময় হতে পারে, তাই বলে জনগণের এই দূর্দশার সময় বসে থাকবো সেটা হতে পারেনা।' হাছান মাহমুদ বলেন, করোনা ভাইরাসের মহামারি শুরুর পর থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষকে করোনা থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্ঠা করে যাচ্ছেন। মানুষকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য, যাতে খাদ্যের সংকট না হয়, গরীব মানুষের অনুবিধা না হয় সেজন্য নানাভাবে তিনি দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। ক্রমান্বয়ে দেশে করোনা ভাইরাস মোকাবেলার সামর্থ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তিন মাসের বেশি দূর্যোগে বাংলাদেশে আল্লাহর রহমতে খাদ্যের অভাব হয়নি। খাদ্যের অভাবে কোন মানুষ মারা যায়নি। খাদ্যের জন্য কোন জায়গায় হাহাকার নাই। সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অনুরোধ জানিয়ে ড় হাছান মাহমুদ বলেন, রাঙ্গুনিয়াতেও অনেক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে। মনে রাখতে হবে আমার সুরক্ষা আমার হাতে। আমি যদি সচেতন না হই সরকার কিংবা ডাক্তারসহ অন্য কেউ আমাকে সুরক্ষিত করতে পারবেনা। সেজন্য আমার সুরক্ষা আমার হাতে এটি মাথায় রেখেই আমাদেরকে করোনা ভাইরাসের সময় জীবন এবং কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে। অসচেতন থাকলে যে কেউ যেকোন সময় আক্রান্ত হতে পারেন।

গোটা বরাক উপত্যকায় নয়া করোনা আক্রান্ত ১২ জন, সংখ্যা বেড়ে ৬৮২

শিলচর (অসম), ৪ জুলাই (হি.স.) : কোভিড-১৯ সংক্রমণ যে গতিতে বরাক উপত্যকায় বৃদ্ধি পাচ্ছে তা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ করে গত কয়েকদিন থেকে তীব্র গতিতে করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। পাশাপাশি বাইরে থেকে আগতদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। শনিবার এই খবর লেখা পর্যন্ত বরাক উপত্যকার কাছাড় জেলায় মোট আক্রান্ত হয়েছে ২১৪ জন, করিমগঞ্জ জেলায় মোট আক্রান্ত ১৫০ জন এবং হাইলাকান্দি জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩২১। সব মিলিয়ে সমগ্র বরাক উপত্যকায় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৮২ জনে পৌঁছেছে।

আজ সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, বরাক উপত্যকায় নতুন করে ১২ জনের দেহে কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এঁদের মধ্যে কাছাড় জেলার ৭ জন, করিমগঞ্জ জেলার ২ জন এবং ৩ জন হাইলাকান্দি জেলার বাসিন্দা।

শিলচর মহাকুমার দুধপাতিল পঞ্চম খণ্ড এলাকার রাজা সিনহা (৩৫)-র ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণ পাওয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁর কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে। অন্য ছয় জন যথাক্রমে মতিনগরের দিদারকোষ প্রথম খণ্ডের শাহনাজ হুসেন (১৮), সে বেঙ্গালুরু থেকে ফিরেছে, কাটিগড়া জগদীশপুর তৃতীয় খণ্ডের জইরুল ইসলাম (২৫), তিনি বেঙ্গালুরু থেকে ফিরেছেন, শিলচর ঘনিওয়ালার মহম্মদ শাকিব (৩৮), তিনি কলকাতা থেকে ফিরেছন, পানিভরা মালুগ্রামের বিপুল নাথ (৪৩), তিনি মুম্বাই থেকে এসেছেন, অরুণাচলের ডেইলি বাজার এলাকার আনন্দ ছেত্রী (২৩), তিনি হায়দরাবাদ থেকে ফিরেছন এবং শিলচর মেহেরপুরের মুস্তফা আহমেদ (২১), তিনিও হায়দরাবাদ থেকে ফিরেছিলেন। করিমগঞ্জ জেলার ২ সংক্রমিত যথাক্রমে রাতাবাড়ির মেহবুব রহমান (৩৪), তিনি সম্প্রতি মুম্বাই সফর করে এসেছেন, শ্রীগৌরীর সঞ্জীব শর্মা (৩০)।

হাইলাকান্দি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্রের খবরে প্রকাশ, আজ যে তিন জনকে করোনায় আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে তারা তঙ্গিল হুসেন লস্কর (২০), কমল কর্মকার (২৭), সুফাল লস্কর (২৬)। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী হাইলাকান্দি জেলার ২৩০ জন রোগী রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে রোগমুক্ত হয়ে ছুটি পেয়েছেন।

হাইলাকান্দিতে আরও তিন, জেলাতে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা ৩২১

হাইলাকান্দি (অসম), ৪ জুলাই (হি.স.) : শনিবার হাইলাকান্দি জেলায় আরও তিন জনের দেহে করোনা পজিটিভ মিলেছে। এ নিয়ে জেলায় কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২১ জনে।

হাইলাকান্দি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্রের খবরে প্রকাশ, আজ যে তিন জনকে করোনায় আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে তারা তঙ্গিল হুসেন লস্কর (২০), কমল কর্মকার (২৭), সুফাল লস্কর (২৬)। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন। কাছাড় জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আরকে দাম জানান, হাইলাকান্দি জেলায় সব সেলুন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সেলুন কর্মী দিজু চন্দ (৫১)-এর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর নড়েচড়ে বসেছে জেলা প্রশাসন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, জেলার সেলুনে কর্মরত সকল ক্ষৌরকর্মীর সোয়াব পরীক্ষা করে দেখা হবে।

এদিকে জেলা প্রশাসনের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, হাইলাকান্দি রেভিনিউ সার্কলের ওয়ার্ড নম্বর ১, কাটলিছড়া রেভিনিউ সার্কলের এপিন আরএ, হাইলাকান্দি রেভিনিউ সার্কলের রতনপুর প্রথম খণ্ড, হাইলাকান্দি রেভিনিউ সার্কলের সুদর্শনপুর প্রথম খণ্ড, আলগাপুর রেভিনিউ সার্কলের আলগাপুর প্রথম খণ্ড, আলগাপুর রেভিনিউ সার্কলের পাঁচগ্রাম এবং হাইলাকান্দি রেভিনিউ সার্কলের বাঘমারা চাঁদপুর গ্রান্টকে কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা হয়েছে ২১। কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষিত এই সকল স্থানে বাইরের কোনও লোকের প্রবেশ ও এলাকার কোনও ব্যক্তির বেরোনো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হাইলাকান্দি জেলার ২৩০ জন রোগী রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে রোগমুক্ত হয়ে ছাড়া পেয়েছেন। বর্তমানে জেলার ৮৭ জন সক্রিয় রোগী রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৩৩ জন চিকিৎসাধীন এসকে রায় সিভিল হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে, ২১ জন এমজি মডেল হাসপাতালে, ৬ জন শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে এবং ২৭ জন আলগাপুর মডেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জেলার দুজন মারা গেছেন। নিহতদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন বলে জানিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্রটি।

জেলার ৮,৫৭১ জনের সোয়ার নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৬, ৯৮৬-এর রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছে। শনিবার কোভিড বুলেটিনে জানানো হয়েছে, এখনও ১০৯৯ জনের সোয়াব টেস্টের রিপোর্ট আসেনি। এছাড়া, ১,০৭৮ জনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে এবং ৪, ০১৮ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে।

সিপিএম কর্মী প্রহৃত, দোষীকে গ্রেফতারের জন্য ২৪ ঘন্টা সময়সীমা সূর্যর

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি. স.) : তৃণমূলী দুষ্কৃতিরা সিপিএম-এর এক কর্মীর ওপর হামলা করেছে। এই অভিযোগ করে সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি করেছেন।

ছয়ের পাতায়

পুলিশের গুলিতে নিকেশ কুখ্যাত মহিলা মাওবাদী কমান্ডার

মুম্বই, ৪ জুলাই (হি. স.): মাওবাদী দমনে বড়সড় সাফল্য। মহারাষ্ট্রের গাডচিরৌলি জেলার কুখ্যাত মাওবাদী মহিলা কমান্ডারকে নিকেশ করতে সক্ষম হল পুলিশ।গাডচিরৌলি জেলার ইয়েলদমারি জঙ্গল থেকে চন্দর ওরফে কোটে অভিলাষ ওরফে শংকর ওরফে সীমা (৩৬) নিকেশ করা হয়েছে। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে মাওবাদী মহিলা কমান্ডার সীমা পেরমিলি দলোমের কমান্ডার ছিলেন। তার বিরুদ্ধে ১৫ টি বেশি অপরাধ সংগঠিত করার মামলা রয়েছে।গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে শুক্রবার গভীর রাতে ইয়েলদমারি জঙ্গলে অতর্কিতে অভিযান চালায় পুলিশ। টহলে তো পুলিশকর্মীদের দেখতে পেয়ে অবিরাম ধারায় গুলি চালাতে থাকে মাওবাদীরা। শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই।

শনিবার ভোরের দিকে মাওবাদীরা ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। তল্লাশি চালাতে গিয়ে সীমার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তার কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। মাওবাদী দমনে মহারাষ্ট্রে যে বড় সাফল্য মিলেছে তা মনে করে রাজ্যের পুলিশ।এর আগে সীমার মাথার দাম আট লাখ টাকা ঘোষণা করা হয় পুলিশের তরফে।

রাজ্য সরকারের অনুমোদন মিললেই সোমবার থেকে ১৪ দিনের লকডাউন ডিমা হাসাও জেলায়

হাফলং (অসম), ৪ জুলাই (হি.স.) : গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কায় ডিমা হাসাও জেলায় এক আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। যার দরুন সোমবার থেকে ১৪ দিনের লকডাউন শুরু হচ্ছে ডিমা হাসাও জেলায়।

শুক্রবার ডিমা হাসাও জেলায় ভ্রমণ বৃত্তান্তহীন মান্দারডিসার চেক পোস্টে কর্মরত পাঁচ পুলিশ কর্মী এবং দিয়ুংমুখে এক স্বাস্থ্য কর্মীর ছেলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসার নির্দেশে বিজেপি শাসিত পার্বত্য পরিষদের কার্যনির্বাহী সমিতি এবং জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা তড়িঘড়ি এক বৈঠকে বসেন। ওই বৈঠকে সোমবার থেকে ডিমা হাসাও জেলায় ১৪ দিনের লকডাউনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

শনিবার জেলাশাসক পল বরুয়া জানিয়েছেন, পার্বত্য পরিষদ শুক্রবার জরুরি বৈঠক করে ১৪ দিনের লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৈঠকে গৃহীত লকডাউনের সিদ্ধান্তের কথা তিনি ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে অবগত করেছেন। ফলে সোমবার থেকে ডিমা হ

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

সুস্থ সুন্দর ত্বকের জন্য তিন ভিটামিন

ফল, সালাদ, কৃত্রিম নয় প্রাকৃতিক ভাবে প্রস্তুত জুস এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার, যা ত্বককে স্বাভাবিকভাবে আর্দ রেখে করে তুলবে উজ্জ্বল।ফল, সালাদ, কৃত্রিম নয় প্রাকৃতিক ভাবে প্রস্তুত জুস এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার, যা ত্বককে স্বাভাবিকভাবে আর্দ রেখে করে তুলবে উজ্জ্বল।যতই রূপচর্চা করা হোক, দেহের ভেতর থেকে পুষ্টি না পেলে ত্বক সুন্দর দেখায় না।ত্বক সুস্থ রাখার প্রথম শর্ত হল পুষ্টিকর খাবার। খাদ্যাভ্যাস ভালো না হলে সুন্দর ত্বক পাওয়া সম্ভব নয়।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ত্বক ভালো রাখতে সহায়তা করে এমন কয়েকটি ভিটামিন সম্পর্কে জানানো হল। ভিটামিন সি এটা ত্বকের ভেতর ও বাইরে দুই স্তরেই কাজ করে। ভিটামিন সি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে পরিচিত ও ক্যান্সার প্রতিরোধক। এটা কোষকলা উৎপাদন করে ও প্রোটিন ত্বককে দৃঢ় ও নমনীয় করে। ভিটামিন সি বয়সের ছাপ কমায় ও ত্বক টানটান ও কোমল রাখে।ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার: টক ফল যেমন- কমলা, লেবু, আঙুর-জাতীয় ফল, মিষ্টি লেবু। স্ট্রবেরি, কিউই, পেঁপে। টমেটো। সবজি যেমন- ব্রকলি, ফুলকপি।ভিটামিন বি কমপ্লেক্সসুন্দর ত্বকের জন্য খাবারে নায়াসিন অথবা ভিটামিন বি-থ্রি যোগ করা প্রয়োজন। ত্বকের মসৃণভাব বাড়াতে, বলিরেখা দূর করতে ও কোমলভাব আনতে ভিটামিন বি-থ্রি জরুরি।এটা ত্বকে সেরামাইডস ও ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরিতে ভূমিকা রেখে ত্বকে সুরক্ষা নিশ্চিত করে। এছাড়াও ত্বকের আর্দতা রক্ষা করে কোমল ভাব ধরে রাখতে ভিটামিন বি গ্রহণ করা প্রয়োজন।ফলিক অ্যাসিড অথবা ভিটামিন বি-নাইন কোষ উৎপাদন ও কোষের বৃদ্ধির জন্য জরুরি। তারুণ্যময় ত্বকের প্রথম শর্ত হল স্বাস্থ্যকর কোষ।ভিটামিন বি সমৃদ্ধ খাবার: বাদামি চাল ও শস্য যেমন- বাজরা, বার্লি। ডিম ও দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার। সবজি, বীজ ও বাদাম।ভিটামিন ইআরেকটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা উন্মুক্ত রেডিকেলের কারণে হওয়া ত্বকের জারনের ক্ষয় হ্রাস করে। এই ভিটামিনে আছে প্রদাহনাশক উপাদান যা ত্বক কোমল ও মসৃণ করতে সাহায্য করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভিটামিন ই ত্বককে গভীর থেকে আর্দ রাখে। ত্বক কোমল ও মসৃণ করতে সহায়তা করে।ভিটামিন ই সমৃদ্ধ খাবার: সবুজ সবজি যেমন- পালংশাক ও ব্রকলি। বাদাম- চিনা বাদাম, কাঠ বাদাম ও হ্যাজেল বাদাম। সূর্যমুখীর বীজ।

মশাবাহিত ছয়টি রোগ

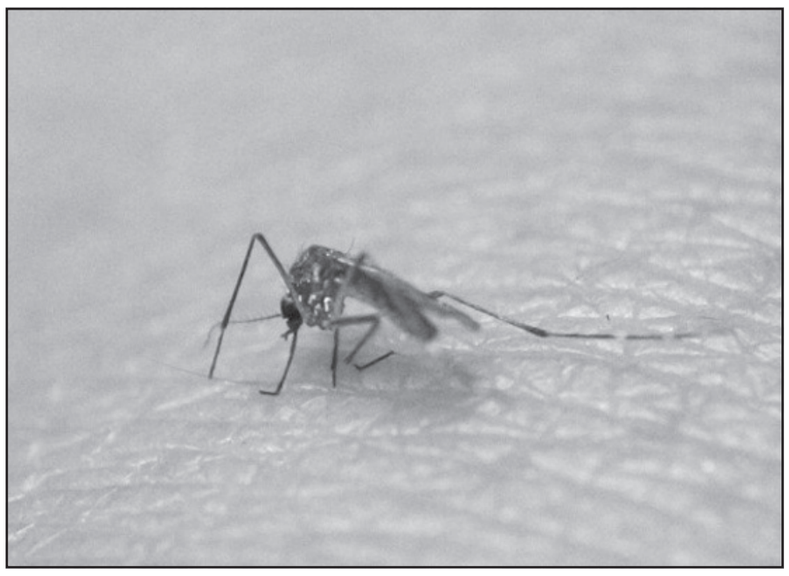

ডেঙ্গু ছাড়াও বিভিন্ন রোগ মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায়।অনেকের কাছে বর্ষাকাল প্রিয় হলেও মাথায় রাখতে হবে এই সময় মশার উপদ্রবও বাড়ে। আর মশার কামড়ে শুধু ডেঙ্গু নয় হতে পারে চিকনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া-সহ নানান রোগ।তাই করোনাভাইরাসের মহামারীর সময়ে মশাবাহিত রোগ থেকে দূরে থাকতে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল মশাবাহী ছয়টি রোগ সম্পর্কে।এনকেফালাইটিস: 'কিউলেক্স' নামক মশার মাধ্যমে ছড়ায় এই রোগ। যার প্রকোপ সবচাইতে বেশি এশিয়া মহাদেশে, বিশেষত জাপানে। এর উপসর্গ হল জ্বর ও মাথাব্যথা। আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি আড়াইশ জনের মধ্যে একজনের দেখা দেয় খিঁচুনি, মানসিক ভারসাম্যহীনতা এবং 'প্যারালাইসিস' বা অসাড়তা। টিকাই এই রোগের সবচাইতে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা।জিকা ভাইরাস: এই রোগের বাহক মশার বৈজ্ঞানিক নাম 'এইডেস অ্যালবোপিকটাস'। 'এশিয়ান টাইগার মসকুইটো' নামেও এর পরিচিতি আছে লোকমুখে। জিকা ভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণ হল চোখ লাল হয়ে যাওয়া, অবসাদ এবং পেশিতে ব্যথা। আশার কথা হল এই ভাইরাসে আক্রান্ত সিংহভাগ রোগী সুস্থ হয়ে যায় কোনো রকম মারাত্বক জটিলতা ছাড়াই। গর্ভবতী কোনো নারী এই ভাইরাসের সংক্রমণের শিকার হলে, মায়ের কাছ থেকে সন্তানের মাঝেও সংক্রমণ ছড়াতে পারে জিকা ভাইরাস।সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সবসময় ফুল শার্ট ও প্যান্ট পরতে হবে। মশারি ব্যবহার করতে হবে, 'মসকুইটো রেপেলেন্ট' ব্যবহার করতে হবে। মোট কথা, মশার কামড় থেকে দূরে থাকতে হবে।ডেঙ্গু জ্বর: গতবছর বর্ষাকালে এই রোগের ভয়াবহতা আমরা সবাই দেখেছি। 'এডিস অ্যাজিপ্টাই' মশার কামড়ের মাধ্যমে এই রোগের জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করে। সংক্রমণের শিকার হওয়ার পর রোগের উপসর্গ দেখা দিতে তিন থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। উপসর্গগুলো 'ফ্লু' বা মৌসুমি সর্দিজ্বরের মতো, যা আবার কয়েকদিন পরেই ভালো হয়ে যায়। এই রোগ থেকে বাঁচতেও করণীয় একই, মশা থেকে বাঁচতে হবে।পীতজ্বর: 'ইয়েলো ফিভার' নামে পরিচিত এই রোগের বাহকও 'এডিস অ্যাজিপ্টাই', যার প্রাদুর্ভাব মূলত আফ্রিকা ও আমেরিকায় সবচাইতে বেশি। জ্বর, মাথাব্যথা, জন্ডিস, পেশি ব্যথা ইত্যাদি এই রোগের লক্ষণ প্রধান উপসর্গ। সংক্রমণের চার থেকে সাত দিনের মধ্যেই রোগ সেরে যায়। তবে কিছু রোগীকে নাক, মুখ ও পাকস্থলির রক্তপাতে ভুগতে দেখা যায়। যেসব দেশে এই রোগের প্রকোপ আছে সেখানে যাওয়ার আগে এর টিকা নিতে হবে। চিকনগুনিয়া: আমাদের দেশে এই রোগের ভয়ানক প্রকোপ খুব বেশিদিন পুরানো নয়। মশার কামড়ের মাধ্যমে শরীরে রোগের জীবাণু প্রবেশের দুই থেকে ১৪ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ চোখে পড়া শুরু হয়। জ্বর, মাথাব্যথা, ত্বকের র‍্যাশ, বমিভাব ও বমি ইত্যাদি ছাড়াও শরীর ব্যথা, বিশেষত, হাড়ের জোড়ে ব্যথা হওয়া এর বিশেষ লক্ষণ। রোগ সেরে যাওয়ার পরও এই জোড়ের ব্যথা সপ্তাহ, মাস কিংবা বছরব্যাপী ভোগাতে পারে। আর এই রোগের বাহকও ওই 'এডিস অ্যাজিপ্টাই' মশা। ম্যালেরিয়া: স্ত্রী 'অ্যানোফিলিস' মশা মানবদেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছড়ায়। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে থাকা পরজীবী জীবাণু প্রথমে মশাকে আক্রান্ত করে। পরে ওই মশা সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে তার শরীরেও জীবাণু প্রবেশ করে। উপসর্গের মধ্যে আছে জ্বর, কাপুনি, মাথাব্যথা। সঠিক সময়ে এই রোগগুলোর চিকিৎসা করা না হলে প্রায় সবগুলোই প্রাণঘাতি হওয়ার ক্ষমতা রাখে। তাই মশার কামড় থেকে বাঁচতে অ্যারোসল, মশারি, কয়েল, ধুপ, 'মসকুইটো রেপেলেন্ট' ইত্যাদি সাধ্য অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। মশার বংশবিস্তার হতে পারে এমন স্থান ধ্বংস করতে হবে।

চুলের যত্নে দইয়ের মাস্ক

শুধু ত্বক নয় কেশ পরিচর্যাতেও দই উপকারী।দইয়ের জিংক, ভিটামিন ই, প্রোটিন এবং ল্যাক্টিক অ্যাসিড চুল সুস্থ রাখতে ও মাথার ত্বকের নানারকম সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে।রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে চুল ভালো রাখতে দইয়ের তৈরি তিনটি মাস্ক সম্পর্কে জানানো হল.খুশকি দূর করতেটক দই ও মেথি মাথার ত্বকের মৃতকোষ বা খুশকি দূর করতে খুব ভালো কাজ করে। মেথি মাথার ত্বক সুস্থ রাখে এবং টক দইয়ের ফাঙ্গাসরোধী উপাদান খুশকি দূর করতে সাহায্য করে।উপকরণ: মেথি গুঁড়া এক টেবিল-চামচ। পূর্ণ ননীযুক্ত দই চার থেকে পাঁচ টেবিল-চামচ (চুলের ঘনত্ব অনুযায়ী)। আর্গন বা জলপাইয়ের তেল (ঐচ্ছিক)পদ্ধতি:সারা রাত মেথির বীজ ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে তা গুঁড়া করে নিন। মেথির গুঁড়া, দই ও তেল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিন। মিশ্রণটি মাথার ত্বক ও চুলে মেখে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। এরপর মৃদু শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে নিন।এটা মাথার ত্বকে চুলকানির সমস্যা দূর করবে ও প্রদাহ কমাতে সহায়তা করবে।চুলের রুক্ষতা দূর করতে দই ও কলা রুক্ষ চুল খুবই বিরক্তিকর। আর এই মৌসুমে চুল অনেকটাই রুক্ষ হয়ে পড়ে। রুক্ষ চুলের সমস্যায় দই ও কলা খুব ভালো কাজ করে। রুক্ষভাব কমানোর পাশাপাশি আর্দতা রক্ষা করে। এছাড়াও চুল মসৃণ ও উজ্জ্বল করতে দই সহায়তা করে।উপকরণ: পাকা কলা এক'দুটি। সাধারণ টক দই এক টেবিল-চামচ। মধু দুই চা-চামচ।পদ্ধতি: কলা চটকে মধু ও দই মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। মিহি পেস্ট তৈরি করতে তা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিতে পানে। অনেকের ত্বকে মধুতে অ্যালার্জির সমস্যা থাকে। তাই ব্যবহারের আগে প্যাচ টেস্ট করে নিন।সম্পূর্ণ চুলে প্যাকটি মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।ধোয়ার পরেও চুলে কলার দানা লেগে থাকলে তা 'ব্লো ড্রাই'য়ের মাধ্যমে দূর করতে পারেন।চুলের ক্ষয় দূর করতে দই ও জলপাইয়ের তেলদই চুলের ফলিকলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। চুল আর্দ রাখে এবং ও গভীর থেকে কন্ডিশনিং করতে সহায়তা করে। এছাড়া এই মাস্ক চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখে ও চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করার পাশপাশি রুক্ষতা দূর করে প্রাণবন্ত করে তুলতে সহায়তা করে।উপকরণ: জলপাইয়ের তেল এক চা-চামচ। টক দই এক টেবিল-চামচ। ডিম একটা।পদ্ধতি: সকল উপাদান এক সঙ্গে মিশিয়ে ভালো মতো ব্লেন্ড করে নিন। ভেজা চুলে এই মাস্ক ব্যবহার করে কয়েক মিনিট মালিশ করুন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে চুল ধুয়ে ফেলুন। চুল পরিষ্কার করতে ও গন্ধ দূর করতে মৃদু শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।

চুলের যত্নে আদার রস

আদার পুষ্টি উপাদান কেবল শরীর সুস্থ রাখে না বরং চুলও সুন্দর রাখে।রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে যুক্তরাষ্ট্রের চুলের প্রসাধনী তৈরির প্রতিষ্ঠান 'জন পল মিশেল'এর প্রযুক্তি-বিষয়ক প্রশিক্ষক চাঁদনি কামদারের দেওয়া তথ্য অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।চুলের বৃদ্ধি: স্বাস্থ্যকর চুল মানে চুলের গোড়া সুস্থ রাখা। চুলের বৃদ্ধির জন্য মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন হওয়া জরুরি। এতে চুলে পুষ্টি উপাদান ছড়িয়ে পড়ে। কামদার জানান, আদাতে থাকা জিঞ্জারল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা মাথার ত্বককে প্রভাবিত করে এবং চুলের কোষ ক্ষতিকারক উন্মুক্ত রেডিকেলের বিরুদ্ধে কাজ করে চুল পাতলা হওয়া অর্থাৎ পড়ে যাওয়া কমায়। চুলের ক্ষয় পূরণ: দূষণ, সূর্যরশ্মি ও জীবন যাত্রার কারণে চুলের উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায়। খনিজ, পুষ্টি ও অত্যাবশ্যকীয় তেল সমৃদ্ধ আদা প্রাকৃতিক কন্ডিশনার হিসেবে কাজ করে। চুলের রুক্ষতা ও মলিনতা দূর করতে আদা ব্যবহার করা যায়। এর কন্ডিশনিং উপাদান চুল আর্দ রাখে ও কিউটিকেল মসৃণ করে রুক্ষতা ও কেঁকড়াভাব দূর করে মোহনীয়ভাব ফুটিয়ে তোলে। খুশকি দূর করে: গরমে মাথার ত্বকে নানান সমস্যা দেখা দেয়। চুলের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার পেছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে খুশকি। যার ফলে চুল পড়ার সমস্যা দেখা দেয়। গরমের কারণে হওয়া এসব সমস্যা দূর করতে আদা দূর করতে পারে। আদার প্রদাহ নাশক ও অ্যান্টিসেপ্টিক উপাদান যা, মাথার ত্বক পরিষ্কার ও সুস্থ রাখতে সহায়তা করে বলে জানান, কামদার। মাথার ত্বকের প্রদাহ দূর: মাথার ত্বক সংবেদনশীল হলে তাতে দেখা দিতে পারে প্রদাহ। প্রদাহ কমাতে আদা খুব ভালো কাজ করে। আদার 'বেটা-সিটোস্টেরল' নামক উপাদান মাথার ত্বকের শুষ্কতা দূর করে প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে বলে জানান, কামদার। আদার নির্যাস সমৃদ্ধ চুলের প্রসাধনী ব্যবহার করতে পারেন। অথবা চুলের মাস্কের সঙ্গে আদা ছেঁচে রস বের করেও চুলে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

বর্ষায় চুল সুন্দর রাখার মাস্ক

চিটচিটে ও ভঙ্গুর চুলের যত্ন নেওয়া যায় প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে। আর্দতার কারণে চুলে নানা রকমের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে চুল চিটচিটে হয়ে যায়, বার বার চুল পরিষ্কার করলে চুল পড়া বেড়ে যায়। মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে। আর আগা ফাটার সমস্যা দেখা দেয়।রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে চিটচিটে ও ভঙ্গুর চুলের প্রাকৃতিক যত্ন নেওয়ার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।এই মাস্ক চুল শক্ত করতে ও প্রাণবন্ত রাখতে সাহায্য করে। যেসব উপকারণ লাগবে তা হলতাজা অ্যালো ভেরাএতে আছে প্রদাহরোধী উপাদান, ফ্যাটি অ্যাসিড যা অস্বস্তি থেকে রক্ষা করে এবং রুক্ষ অংশে ভিটামিন সরবারহ করে আর্দতা বজায় রাখে।পরামর্শ: তাজা অ্যালো ভেরা পাওয়া না গেলে অ্যালো ভেরা জেলও ব্যবহার করা যাবে।কোল্ড প্রেসড নারিকেল তেল: এতে আছে আর্দতা রক্ষাকারী উপাদান যা খুশকি দূর করে এবং মাথার ত্বকের অস্বস্থি দূর করে সহায়তা করে। পরামর্শ: চাইলে এর পরিবর্তে খাঁটি নারিকেল তেল অথবা ক্যাস্টর ওয়েল ও জলপাইয়ের তেল একসঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন (ক্যাস্টর তেল ভারী হওয়ায় এর সঙ্গে অন্য তেল মেশাতে হয়) অথবা জোজোবা তেল মেশাতে পারেন। কারি পাতা: এতে আছে বিটা-ক্যারোটিন ও প্রোটিন যা চুল নতুন করে গজাতে সাহায্য করে। এর অ্যামিনো অ্যাসিড চুলের ফলিকল শক্ত করে চুল পড়া কমায়। মাস্ক তৈরির পদ্ধতিএকটা পাত্রে নিজের পছন্দ মত ১/৪ কাপ তেল নিন ও তা গরম করুন।এই তেলে ১০-১২ টা কারি পাতা ভালোভাবে ধুয়ে যোগ করুন। তারপর ফুটতে দিন।আলো ভেরার জেল পাতা থেকে আলাদা করে নিন।পাতাসহ তেল ফুটে আসলে তা ঠাণ্ডা করে এতে অ্যালো ভেরা যোগ করুন।পরামর্শঅ্যালো ভেরা ভালো ভাবে তেলে মেশাতে 'হ্যান্ড ব্লেন্ডার' ব্যবহার করুন।ব্যবহারআঙ্গুলের সাহায্যে মাথার ত্বক মালিশ করুন। সম্পূর্ণ চুলে বিশেষ করে রুক্ষ অংশে এই তেল ব্যবহার করুন। এক ঘণ্টা পরে মৃদু শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।সম্পূর্ণ তেল ধুতে দুবার শ্যাম্পু করতে হতে পারে। তাই শক্তিশালী শ্যাম্পু ব্যবহার না করে মৃদু শ্যাম্পু ব্যবহার করুন যেন চুলের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট না হয়।উপকারিতা মাথার ত্বকের নানারকম সমস্যা যেমন- চুলকানি, শুষ্ক মাথার ত্বক ইত্যাদি সমস্যা দূর করার পাশাপাশি আগার রুক্ষভাব আর্দ রাখতে সহায়তা করে।কেঁকড়া চুলের রুক্ষভাব দূর করতে সহায়তা করে।এর ফলিক অ্যাসিড চুল শক্ত করে ও আর্দতা রক্ষা করে।চুলের স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

চুল ও ত্বকের যত্নের মুলতানি মাটি

শুধু ত্বকের যত্নে নয় মুলতানি মাটি দিয়ে কেশ পরিচর্যাও করা যায়।রূপচর্চায় মুলতানি মাটির ব্যবহার বহুদিনের। এতে আছে তেল শুষে নেওয়ার ক্ষমতা যা ত্বকে সতেজবভাব আনে। এর ম্যাগ্নেশিয়াম ক্লোরাইড ত্বক ঠাণ্ডা ও মসৃণ রাখে। ত্বক ভালো রাখার পাশাপাশি মুলতানি মাটি চুল ও মাথার ত্বক ভালো রাখতেও সাহায্য করে।রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে মুলতানি মাটির নানান ব্যবহার সম্পর্কে জানানো হল।শরীর এক্সফলিয়েট করতে: সারা শরীর থেকে ময়লা, জীবাণু ও ঘাম দূর করতে আলতোভাবে এক্সফলিয়েট করা দরকার। বিশেষ করে ঘাড়, বগল, হাঁটু, কনুই ইত্যাদি। মুলতানি মাটির সঙ্গে পানি ও চাইলে ওটমিল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে শরীর স্ক্রাব করুন। মৃত কোষ দূর হয়ে যাবে। তৈলাক্ত ত্বকের মাস্ক: মুলতানি মাটি তেল শুষে নেয়। তাই এটা তৈলাক্ত ত্বকে চমৎকার করে। তবে ত্বকের প্রাকৃতিক তেল শুষে নেয় না বলে ত্বকের আর্দতা বজায় থাকে। ত্বকের উন্মুক্ত লোমকূপের সমসা দূর করতে মুলতানি মাটির সঙ্গে টমেটোর রস মিশিয়ে নিন।দাগ ছোপ দূর করে: দাগ দূর করতে মুলতানি মাটির চেয়ে ভালো কাজ অন্য কোনো উপাদান

করে না। পানির সঙ্গে মুলতানি মাটি মিশিয়ে সম্পূর্ণ মুখ অথবা আক্রান্ত স্থানে ব্যবহার করুন। নিয়মিত ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।চুলের মাস্ক: মুলতানি মাটি খুব ভালো পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে। মাথার ত্বকের ময়লা দূর করতে ও সজীবভাব ধরে রাখতে সহায়তা করে মুলতানি মাটি। এটা সম্পূর্ণ চুলেও ব্যবহার করা যায়। ফলে চুল হয় আর্দ ও প্রাণবন্ত।শুষ্ক ত্বকের মাস্ক: মুলতানি মাটি শুষ্ক ও রুক্ষ ত্বকেও ব্যবহার করা যায়। ত্বকের নির্জীবভাব ও 'পিগ্মেন্টেইশন' দূর করতে সহায়তা করে মুলতানি মাটি। মধু ও মুলতানি মাটি একসঙ্গে মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে ত্বকে ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

শনিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর। ছবি- নিজস্ব।

যুব তৃণমূল এস ইউ সি আই সংঘর্ষে উত্তপ্ত মৈপিঠ, নিহত দুই

মৈপিঠ, ৪ জুলাই (হি. স.) : যুব তৃণমূল ও এস ইউ সি আই এর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৈপিঠ কোস্টাল থানার অন্তর্গত বিনোদপুর গ্রাম। ঘটনায় এক যুব তৃণমূল কর্মী ও এক এস ইউ সি আই কর্মী নিহত হয়েছেন। নিহতদের নাম যথাক্রমে অশ্বিনী মান্না(৫০) ও সুধাংশু জানা(৫৬)। এই ঘটনায় শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় পক্ষের এগারো জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৈপিঠ কোস্টাল থানা এলাকার বিনোদপুর গ্রামের যুব তৃণমূলের নেতা অশ্বিনী মান্নার নেতৃত্বে একদল যুব তৃণমূল কর্মী স্থানীয় এস ইউ সি আই নেতা সুধাংশু জানার বাড়ীর কাছে কয়েকটা দোকানে হামলা চালায়। এই ঘটনায় স্থানীয় লোকজন ও এস ইউ সি আই কর্মীরা ক্ষেপে গিয়ে তাঁদের বাধা দেয় এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পাল্টা মারধর ও করে তাদের। ঘটনায় অশ্বিনী মান্না সহ কয়েকজন গুরুতর জখম হন। ঘটনার খবর পেয়ে মৈপিঠ কোস্টাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় যুব তৃণমূল কর্মীদের উদ্ধার করে। গুরুতর জখম অবস্থায় অশ্বিনী মান্না সহ অন্যান্যের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে রাস্তায় মৃত্যু হয় অশ্বিনী মান্নার। যুব তৃণমূল নেতা অশ্বিনীর মৃত্যুর খবরে স্থানীয় যুব তৃণমূল কর্মীরা শনিবার সকল থেকে জায়গায় জায়গায় অবরোধ এবং এস ইউ সি আই এর বাড়ি ও দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর করে অগ্নি সংযোগ করতে থাকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় গিয়ে অবস্থাকে আয়ত্তে আনার জন্য চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে স্থানীয় এস ইউ সি আই নেতা সুধাংশু জানার এর বাড়িতে ওনাকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার বাড়ি ও ভাঙচুর করে সেখানে আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত যুব তৃণমূল কর্মীরা। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করতে। এস ইউ সি আইয়ের দাবি সুধাংশু কে খুন করে ঘরে ঝুলিয়ে দিয়েছে যুব তৃণমূল নেতৃত্ব। এই বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা তৃণমূল সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন, ' বেশ কিছুদিন ধরে এস ইউ সি আই কর্মীরা বিভিন্ন অছিলায় এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছিল। আমাদের এক কর্মীকে শুক্রবার রাতে পিটিয়ে খুন করে ওরা। তাতেই অন্যান্য কর্মীরা উত্তেজিত হলেই এই ঘটনা ঘটেছে'। অন্যদিকে এলাকার এস ইউ সি আই নেতা তথা কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার বলেন, ' আম পানের ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি করেছে তৃণমূল। স্থানীয় মৈপিঠ পঞ্চায়েতের এই দুর্নীতির প্রতিবাদে সরব হয়েছেন দলের কর্মীরা। থানা সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে এ বিষয়ে ডেপুটেশন ও দেওয়া হয়েছে। এতেই ওরা ক্ষেপে গিয়ে শুক্রবার রাতে পরিকল্পিত ভাবে লাঠি, বোমা, বন্দুক নিয়ে হামলা চালায় আমাদের কর্মীদের বাড়ি ও দোকানে। কর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তুললে স্থানীয় মানুষজন এগিয়ে এসে ওদেরকে গনধোলাই দেয়। কিন্তু এদিন সকালে আবার পরিকল্পিত ভাবে আমাদের কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালায়, আগুন লাগিয়ে দেয়। আমাদের এক প্রবীণ নেতাকে ও খুন করেছে'। এই ঘটনায় এলাকায় এখনো যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। এলাকায় নতুন করে যাতে উত্তেজনা না ছড়ায় সে কারণে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। এই ঘটনায় বাকি জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

মাইনোরিটি স্কলারশিপের তালিকাভুক্ত ২৩ ছাত্র গান্ধাই হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের নয়, স্পষ্টীকরণ কর্তৃপক্ষের

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ জুলাই (হি.স.) : প্রি-মেট্রিক মাইনোরিটি স্কলারশিপের সরকারি অনুমোদিত তালিকায় গান্ধাই হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্র হিসেবে উল্লেখকৃত ২৩ জন সুবিধাভোগী তাঁদের স্কুলের নয়। এ সব ভুয়ো পড়ুয়ার কোনও তথ্যও তাঁদের স্কুলে নেই। মাইনোরিটি স্কলারশিপ কেলেঙ্কারিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও ভাবেই জড়িত নন বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ঐতিহ্যবাহী গান্ধাই হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ রঞ্জিত নাথ এবং পরিচালন সমিতির সভাপতি সমিত কুমার দাস।

এ ধরনের কেলেঙ্কারির সঙ্গে গান্ধাই হায়ার সেকেন্ডারির নাম জড়ানোয় মর্মাহত হয়েছি। তবে এই স্কলারশিপ কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে কৃষক মুক্তির আইনি লড়াইকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা গান্ধাই হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি সমিত কুমার দাস।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার ঐতিহ্যবাহী গান্ধাই হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে এক সাংবাদিক বৈঠক ডেকে স্কলারশিপ কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত অভিযোগের খোলাসা করেছেন কর্তৃপক্ষ। স্কুলের অধ্যক্ষ রঞ্জিত নাথ, এসএমডিসি সভাপতি সমিত কুমার দাস, শিক্ষক আশোক দত্ত, শিক্ষক প্রতিনিধি জিবেতোষ নাথ, কমিটির সদস্য অমরুদ্দিন চৌধুরী, নিবারণ ভট্টাচার্য, ৪২ নম্বর দাসগ্রাম এলপি স্কুলের প্রধানশিক্ষক সৈয়দ কুবাদ আহমেদ প্রমুখ স্কলারশিপ কেলেঙ্কারি মামলায় গান্ধাই হায়ার সেকেন্ডারির নাম জড়ানোর ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি সমিত দাস সহ অন্যান্যরা এদিন কৃষকমুক্তি সংগ্রাম সমিতির আইনি লড়াইকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, তাঁদের আন্দোলনের কারণেই গান্ধাই হায়ার সেকেন্ডারির নাম ব্যবহার করে জালিয়াতি চক্র ভুয়ো পড়ুয়ার নামে সরকারি টাকা আত্মসাত করার বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে স্কুল কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, গান্ধাই হায়ার সেকেন্ডারির ছাত্র পরিচয়ে সরকারি অনুমোদিত তালিকাভুক্ত স্কলারশিপের ২৩ জন সুবিধাভোগী সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই জানেন না। মাইনোরিটি স্কলারশিপের ২৩ সুবিধাভোগী তাঁদের স্কুলের ছাত্র নয় বলে অবসান স্পষ্ট করে, এই বিষয়টির উচ্চস্তরীয় তদন্তের মাধ্যমে জালিয়াতি চক্রকে শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেন সবাই। স্কুলের অধ্যক্ষ রঞ্জিত দাস এদিন ৯ ছাত্রের একটি তালিকা সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরে বলেন, মাত্র ৯ জন ছাত্র তাঁদের স্কুল থেকে মাইনোরিটি স্কলারশিপের জন্য আবেদন করেছে। কিন্তু বাস্তবে তারা স্কলারশিপ পেয়েছে কি না, এ বিষয়েও কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে নেই।

জালিয়াতিতে স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনও যোগসাজশ বা দায়ভার নেই বলেও দাবি করছেন তিনি। সেই সঙ্গে এই স্পর্শকাতর বিষয়টি যত শীঘ্র সম্ভব নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে, কে বা কারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের শনাক্ত করে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য জেলা শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অধ্যক্ষ রঞ্জিত নাথ ও স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি সমিত কুমার দাস এবং অন্যান্যরা।

এসইউসি নেতা নৃশংসভাবে খুন ভাঙচুর-আগুন, অভিযুক্ত তৃণমূল

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি. স.) : শনিবার সকাল ৭টায় এসইউসিআই(সি) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুধাংশু জানাকে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করে তাকে হত্যা করে ও দেহ ঝুলিয়ে দেয়। এই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে এদিন জেলার সর্বত্র মিছিল হচ্ছে ও আগামীকাল প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেওয়া হয়েছে। এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জয়কৃষ্ণ হালদার এ খবর জানান।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি এসইউসি সমর্থকদের আক্রমণে দু'জনের মৃতু হয়েছে। আহত হয়েছেন কয়েকজন। যদিও পুলিশ এবং তৃণমূল কোনও তরফে হতাহতদের নাম জানানো হয়নি। এসইউসি (আই)-এর দাবি, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী মৈপিঠ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমাদের নেতা-কর্মী-পঞ্চায়েত সদস্যদের বাড়ি ঘেরাও করে মারধর, ভাঙচুর, আগুন লাগানো শুরু করে যা এখনও চলছে। বৈকুণ্ঠপুর ৪ নং পাড়ায় মিথ্যা অভিযোগ তুলে মারধোর, গন্ডগোল করে। শম্ভু দাস, পূর্ণ দাস, দয়াল কাজলি, গোবিন্দ মন্ডল, রাধা মিদ্দে প্রমুখকে প্রচন্ড মারধোর করে। এরা গুরুতর জখম হয়ে বারুইপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া লক্ষণ জানা সহ আরও ৫ জনের দোকান ভাঙচুর করে। বাইক বাহিনী নিয়ে বেশ কিছু জায়গায় বোমাবাজি করে গুণ্ডামীর নেতৃত্বে ছিল তৃণমূলের হার্মাদ নেতা অশ্বিনী মান্না। এলাকার লোক অতিষ্ট হয়ে তাকে ঘিরে ধরে গণপিটুনি দেয়, পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে, কিছু পর তার মৃত্যুর খবর জানা যায়।

জয়কৃষ্ণবাবুর অভিযোগ, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এস ইউ সি আই(সি) দলের দঃ বৈকুণ্ঠপুরের পঞ্চায়েত সদস্য শশাংক সাউয়ের দোকান ও বাড়ি ভাঙচুর করছে, নগেনাবাদ বাজারে এস ইউ সি দলের সদস্যদের দোকান ও বাড়িঘর ভাঙচুর করে। আমাদের দলের ১০ জন কর্মী এখনও নিখোঁজ। গত ২ জুলাই পঞ্চায়েত দুর্নীতি ও আমফান ক্ষতিপূরণের দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূল প্রধানের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই(সি)-র নেতৃত্বে থানায় ডেপুটেশন হয়।

এসইউসি(আই)-এর দাবি, আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনায় সংখ্যা-লঘিষ্ঠ পঞ্চায়েত সংখ্যা-গরিষ্ঠ করার হীন উদ্দেশ্যে তৃণমূল দল এস ইউ সি আই(সি)—র নির্বাচিত সদস্যদের উপর আক্রমণ করছে। বর্তমান আক্রমণও সেই উদ্দেশ্যেই। ১৯৮৯ সালের ৯ ডিসেম্বর থেকে সিপিএম এই অঞ্চলে এস ইউ সি আই(সি) নেতা কর্মীদের উপর আক্রমণ করে ৯ জন নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে। সেই সিপিএম রাই এখন তৃণমূলে যোগ দিয়ে একইভাবে এসইউসিআই (সি)-র উপর আক্রমণ করছে। গতকাল থেকে পুলিশের এস পি, এ্যাডিশনাল এস পি, এস ডি পি ও, থানা-কে জানানো হয়েছে। আমরা প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে শান্তি ফেরানো এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবি করছি। অন্যদিকে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি থানার বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মইপীঠ এলাকায় একটি খাসজমির দখলকে কেন্দ্র করে বিবাদ লাগে এসইউসিআই'র মধ্যে। সেই সময়েই ২জন তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে ওই বাম দলের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের অভিযোগ, এসইউসিআইয়ের লোকজন রাতের আঁধারে খাসজমির দখল নিতে এসে তৃণমূলের বাধার মুখে

ছয়ের পাতায়

গুরু পূর্ণিমায় লালকৃষ্ণ আদবানির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি. স.): গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে দেশের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি সহ সকল গুরুদের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ব্যক্ত করলেন উপরাষ্ট্রপতি। ব্যস্ত সময় থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি কিছুটা সময় বার করে নিজেদের পথপ্রদর্শক গুরুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত বলে মনে করেন উপরাষ্ট্রপতি।কারণ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুরাই পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকেন।

ফেসবুক বার্তায় গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে উপরাষ্ট্রপতি লিখেছেন, রাজনৈতিক জীবনের শুরুর দিকে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী তেনাস্তি বিশ্বনাথনকে নিজের গুরু হিসেবে পেয়েছিলেন। জাতীয় রাজনীতিতে পথপ্রদর্শক হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানিকে। কিন্তু জীবনে তার প্রথম গুরু হচ্ছেন দাদু ঠাকুমা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে নিজের ৫৫ জন গুরুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন উপরাষ্ট্রপতি। ভারতীয় ঐতিহ্য গুরু শিষ্যের সম্পর্ক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

রাজ্যপালের কাছে পাঁচ শ্রমিক নেতা

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি. স.) : পেট্রো-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি-সহ শিল্প-অর্থনীতির সঙ্গে সংপৃক্ত কিছু বিষয় নিয়ে পাঁচ শ্রমিক নেতা রাজভবনে দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে।

পেট্রো-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে বিভিন্ন জিনিসের দাম বাড়ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি। এতে সঙ্কটে পড়েছেন গরিব মানুষরা। বিষয়টি রাজ্যপালের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে আনার চেষ্টা করেন শ্রমিক নেতারা। রাজ্যপালকে দেওয়া স্মারকলিপিতে ১০৯টি যাত্রীবাহী ট্রেন পরিচালনার দায়িত্ব ব্যক্তি অথবা বেসরকারী সংস্থাকে দেওয়ার (রিকোয়েস্ট ফর কোয়ালিফিকেশন) সিদ্ধান্তেরও সমালোচনা করেন শ্রমিক নেতারা। তাঁদের অভিযোগ, এতে কেবল জাতীয় সম্পদের অবলুপ্তিই হচ্ছে না, আমজনতা অল্প খরচে যাতায়তের সুযোগ হারাবেন। মুনাফা করবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থা।রাজ্যপালকে দেওয়া স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, প্রায় দেড়শ বছর শ্রমিক সংগ্রামের পর তৈরি হয়েছে ভারতের বর্তমান শ্রম আইন। তার পরিমার্জন হচ্ছে শ্রমিকবিরোধী নানা উপায়ে। শ্রমিকদের কাজের ধরণ, কাজের সময়সীমা, শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার, শ্রমিকদের সম্মিলিত দর কষাকষির সুযোগ প্রভৃতি মালিকদের স্বার্থে খর্ব করা হচ্ছে।সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন (সিটু)-এর অনাদি সাহু, ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (ইউটিইউসি)-এর অশোক ঘোষ, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-ন্যাশনাল (আইএনটিইউসি)-এর উজ্জ্বল চৌধুরী, অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (এআইইউটিইউসি)-এর অশোক দাস এবং আইএনটিইউসি-র কামারুজ্জামান।

আগামী ভোট অবাধ ও হিংসামুক্ত করতে আর্জি ধনকরের

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি. স.) : রিগিং ও হিংসা রুখে আগামী ভোট অবাধ ও হিংসামুক্ত করতে আর্জি জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এ ব্যাপারে বিশেষ করে যুবসমাজকে উদ্যোগী হতে বলেছেন তিনি। শনিবার এ ব্যাপারে টুইট করে তিনি বলেন, যারা সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন, তাঁরা পরিবর্তন আনবেন না। এ ব্যাপারে নির্ভর করতে হবে ছাত্র-যুবদের ওপর। কার্টুনিস্ট আর কে লক্ষণের রাজনীতিবিষয়ক দুটি আকর্ষণীয় ছবি-সহ ধনকর লেখেন, তাঁর কার্টুনই প্রমাণ করে সাধারণ মানুষ কতটা ক্ষমতাশালী। করোনার সময় আর কে লক্ষণের ব্যঙ্গ ও হাস্যরসমিশ্রিত শাণিত কার্টুন মূলত ছাত্র ও যুবসমাজকে আনন্দ দিতে পারে।

শনিবার আরও ৯ করোনা আক্রান্ত কাছাড়ে, মোট ২১৪ জন

শিলচর (অসম), ৪ জুলাই (হি.স.) : কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্তের তালিকায় কাছাড় জেলায় শনিবার আরও নতুন করে ৭ জনের নাম উঠেছে। কাছাড় জেলার মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২১৪। আজ ৪ জুলাই এখন পর্যন্ত জেলায় সক্রিয় কোভিড রোগী ৯৪ জন। এর মধ্যে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৬৬ জন, শিলচরের সিভিল হাসপাতালে রয়েছেন ১০ জন এবং মাসিমপুরের সেনা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ১৮ জনের।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কোভিড বুলেটিনে জানানো হয়েছে, আজ জেলায় আরও সাত জন নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এই সাত জনের মধ্যে ছয় জন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। তাঁদের শিলচর এনআইটি এবং সরলা বিরলা গার্লস স্কুলে রাখা হয়েছিল। শিলচর মহাকুমার দুধপাতিল পঞ্চম খণ্ড এলাকার রাজা সিনহা (৩৫)-র ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণ পাওয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁর কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে। অন্য ছয় জন যথাক্রমে মতিনগরের দিদারকোষ প্রথম খণ্ডের শাহনাজ হুসেন (১৮), সে বেঙ্গালুরু থেকে ফিরেছে, কাটিগড়া জগদীশপুর তৃতীয় খণ্ডের জইরুল ইসলাম (২৫), তিনি বেঙ্গালুরু থেকে ফিরেছেন, শিলচর ঘনিওয়ালার মহম্মদ শাকিব (৩৮), তিনি কলকাতা থেকে ফিরেছন, পানিভরা মালুগ্রামের বিপুল নাথ (৪৩), তিনি মুম্বাই থেকে এসেছেন, অরুণাচলের ডেইলি বাজার এলাকার আনন্দ ছেত্রী (২৩), তিনি হায়দরাবাদ থেকে ফিরেছন এবং শিলচর মেহেরপুরের মুস্তফা আহমেদ (২১), তিনিও হায়দরাবাদ থেকে ফিরেছিলেন।

কোভিড সংক্রান্ত আচরণবিধি মেনে চলতে জেলা প্রশাসনের তরফে বার বার আবেদন জানানো হলেও বরাক উপত্যকার মানুষ করোনা সংক্রমণকে একেবারেই পাত্তা দিচ্ছেন না। হাট-বাজার, অফিস-আদালত, রাস্তাঘাটে জনগণের অবাধ চলাফেরায় শেষমেষ সামাজিক সংক্রমণ ঘটার আশঙ্কার কথা জানিয়ে বার বার সতর্ক করা হচ্ছে। বরাক উপত্যকায় একটি মাত্র মেডিক্যাল কলেজ। যদিও মডেল হসপিটাল বা সিভিল হসপিটাল রয়েছে, তবে সেগুলোর চিকিৎসা ক্ষমতা খুবই সীমিত।

গুয়াহাটিতে সামাজিক সংক্রমণের জেরে যেমন আবার সম্পূর্ণ লকডাউন জারি করতে হয়েছে, সে রকম পরিস্থিতি বরাক উপত্যকায় ঘটলে শিলচর, হাইলাকান্দি, এবং করিমগঞ্জেও পুনরায় লকডাউন বলবৎ করা হতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়। বরাক উপত্যকার বর্তমান পরিস্থিতির উপর রাজ্য সরকারের তীক্ষ্ম নজর রয়েছে বলে জানান তিনি।

পদত্যাগ করলেন দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি সভাপতি

কলকাতা, ৪জুলাই (হি. স.): বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ উঠল বিজেপির দক্ষিণ কলকাতার সভাপতি সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের হাতে নিজের ইস্তফা পত্র জমা দিলেন তিনি। তবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি অবশ্য জানিয়েছেন আদালতে যদি তিনি নির্দোষ হিসেবে প্রমাণিত হন তাহলে পুনরায় তাকে স্বপদে ফেরানো হবে।

অভিযোগকারিণী নিজেও একজন বিজেপি কর্মী। তার অভিযোগ, স্বামী মারা যাওয়ার পর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্ক তৈরি করেন তাঁর সঙ্গে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০১৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত একাধিকবার তরুণীর সঙ্গে সহবাসও করেন ওই বিজেপি নেতা। ধর্ষণও করেন বলে অভিযোগ তরুণীর। একইসঙ্গে বিজেপির টিচার সেলের ওই তরুণী কর্মীর অভিযোগ, বিভিন্ন সময় তরুণীর থেকে ৫০ হাজার টাকাও নেন অভিযুক্ত। যা ফেরত চাইতেই হুমকির মুখে পড়তে হয় অভিযোগকারিণীকে। পরবর্তীতে বিয়ের জন্য চাপ দিতেই পুরোপুরি বেঁকে বসে সোমনাথ। একাধিকবার আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করেও কোনও লাভ হয় না। এরপরই পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তরুণী। সোমনাথ বাবুর বিরুদ্ধে হরিদেবপুর থানাতেও অভিযোগ দায়ের করেন।

এরপর অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই শুক্রবার সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠান দিলীপ ঘোষ। দলের সংগঠন সম্পাদক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও সোমনাথবাবুর সঙ্গে কথা বলেন। তারপরেই তাকে পদত্যাগ করার কথা বলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। দেরী না করে তিনি দিলীপ ঘোষের হাতে পদত্যাগ পত্র তুলে দেন। সোমনাথবাবু দিলীপ ঘোষকে পাঠানো পদত্যাগ পত্রে লিখেছেন, 'আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু পার্টিতে আমি রয়েছি, তাই এখন পদত্যাগ করছি। যাতে পার্টির বদনাম না হয়।' কিন্তু তাকে দক্ষিণ কলকাতায় দলের কাজ করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন আদালত যদি তাকে নির্দোষ বলে তবে ফের তাকে স্বপদে ফেরানো হবে। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

করিমগঞ্জের পুর ও নগর সমিতি, সঙ্গে জেলার সাতটি এলাকায় শনিবারের সাপ্তাহিক লকডাউনের মিশ্র প্রভাব

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পুর ও নগর সমিতি এলাকার সঙ্গে জেলার সাতটি বাজার এলাকায় সাপ্তাহিক লকডাউনের মিশ্র প্রভাব পড়েছে শনিবার। করোনার ভয়াবহ সংক্রমণ প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনের জারিকৃত নীতি নির্দেশিকা মেনে চলতে যেন সাধারণ জনগণের কোনও আগ্রহ নেই। নির্দিষ্ট সাতটি বাজারে সকাল থেকেই একাংশ ব্যাবসায়ী তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যথারিতি খুলে বসেন। একাংশ অসচেতন নাগরিকও প্রতিদিনের মতো বাজারহাটে বেড়িয়ে পড়েন। লকডাউন আইন অমান্য করে বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় যাত্রীবাহী যানবাহনও রাস্তায় চলাচল শুরু করে। পুলিশের তাড়া খেয়ে ব্যবসায়ী সহ সাধারণ নাগরিকরা অবশ্য নিজ নিজ আস্তানায় ফিরে যান। পুলিশ বিভিন্ন স্থান থেকে যানবাহন আটক করেছে বলেও খবর পাওয়া গিয়েছে। লকডাউন আইন অমান্য করে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়া অসচেতন নাগরিকদের পুলিশি শাস্তিরও মুখেও পড়তে হয়েছে। লকডাউন আইন অমান্য করার কারণে তাঁদেরকে কান ধরে সড়কের উপর ওঠ-বস করায় পুলিশ। ফকিরাবাজার, নিলামবাজার, ভাঙ্গাবাজার সহ লকডাউনের আওতাধীন প্রতিটি বাজারে একই চিত্র ধরা পড়েছে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রশাসনের নির্দেশে করিমগঞ্জ জেলার সাতটি বাজার এলাকায় সাপ্তাহিক লকডাউনের নীতি নির্দেশিকা আজ থেকে প্রযোজ্য হয়েছে। এবার শহর এলাকার সঙ্গে জেলার সাতটি বাজার এলাকা যেমন ভাঙ্গাবাজার, ফকিরাবাজার, নিলামবাজার, কালিগঞ্জ, আসিমগঞ্জ, পাথারকান্দি ও আনিপুরে সপ্তাহের শনি ও রবিবার, এই দু-দিন সম্পূর্ণ লকডাউন আইন জারি থাকবে। করোনা অতিমারি থেকে দেশের জনগণকে রক্ষা করতে সরকার এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে নীতি নির্দেশিকা জারি করা হলেও, কিছু সংখ্যক অসচেতন নাগরিকের অসাবধানতার কারণে দেশকে এর চরম মূল্য দিতে হবে। এদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের কাছে জোড়ালো আবেদন রেখেছে জেলা সচেতন নাগরিক মহল।

করোনা, অসম সহ গোটা উত্তরপূর্বের প্রত্যন্ত গ্রামবস্তিতে সচেতনতা অভিযান 'সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল'-এর

গুয়াহাটি, ৪ জুলাই (হি.স.) : অতিমারি করোনা ভাইরাসের প্রকোপে বর্তমানে গোটা মানব জাতির অস্তিত্ব সংকটে। চিনের উহান শহর থেকে এর সংক্রমণ সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে অতিমারি বলে আখ্যা দিয়েছে। যা মহামারি থেকেও ভয়াবহ। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত না হয়ে বরং করোনা সম্পর্কে সচেতন হন, তাই চলতি বছরের দোসরা ফেব্রুয়ারি থেকে অসম সমেত গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বহুবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে 'সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল' নামের এক সর্বভারতীয় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। গোটা কার্যসূচিতে সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চলের চিকিৎসক তথা গোটা কার্যসূচির প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডা. অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি রমেন শর্মা, সম্পাদক রাজীব গুপ্তা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক সম্পাদক সুরেন্দ্র তালখেদকর প্রমুখের নেতৃত্বে অসমের বিভিন্ন জেলায় সচেতনতামূলক কার্যসূচি অনুষ্ঠিত করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে তিনসুকিয়া জেলার ৪০টি গ্রামকে সংযুক্ত করে ২৭টি সচেতনতা কার্যসূচি (৫,৪৪৬ জনের অংশগ্রহণ), ডিব্রুগড়ের ৪০টি গ্রামকে সংযুক্ত করে ৩৬টি সচেতনতা কার্যসূচি (৪,৭৭৮ জনের অংশগ্রহণ), চরাইদেওয়ের ১৬টি গ্রামকে নিয়ে ১৪টি (২,৩৩৯ জনের অংশগ্রহণ), যোরহাট জেলার ৭৮টি গ্রামকে নিয়ে ১৬টি (১,৯৬৭ জনের অংশগ্রহণ), গোলাঘাটে ৩৫টি গ্রামকে নিয়ে ৩৪টি সচেতনতা কার্যসূচি (৪,৯৬৪ জনের অংশগ্রহণ) হয়েছে। এভাবে ধেমাজি, লখিমপুর, মাজুলি, ডিফু, বিশ্বনাথ, শোণিতপুর, ওদালগুড়ি, দরং, নগাঁও, হোজাই, মরিগাঁও, কামরূপ, গোয়ালপাড়া, বাকসা, নলবাড়ি, বরপেটা, চিরাং, কোকরাঝাড়, ধুবড়ি, মেঘালয়ের গারোপাহাড় সমেত ২৬টি জেলায় ৮৯৭টি গ্রামকে সংযুক্ত করে ৪৪৫টি সচেতনতামূলক

বাড়ি ছেড়ে যেতে না চাওয়ায় জেসিবি দিয়ে বাড়ি ভাঙল প্রোমোটার

কলকাতা, ৪জুলাই (হি. স.): বাড়ি ছেড়ে যেতে চায়নি বাসিন্দারা। সেই ক্ষোভের জেরেই বাসিন্দাদের বাড়ির ভেতরে রেখেই জেসিবি দিয়ে বাড়ি ভাঙতে শুরু করল প্রোমোটার। এমনই অভিযোগ উঠেছে উত্তর কলকাতার সিঁথি এলাকায়। অভিযুক্ত প্রোমোটার সুমন্ত চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, সিঁথি এলাকার কালীচরণ ঘোষ রোডের ওই বাড়িটির মালিক বেশ কিছুদিন আগেই প্রমোটার কে বিক্রি করে দিয়েছেন বাড়িটি। সেইমতো বাড়ি ভেঙে প্লেট তৈরি করার কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল প্রোমোটার সুমন্ত চৌধুরী। বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটিয়া বাসিন্দারা উঠে গেলেও অভিযোগকারী সৌমেন বড়ুয়া পরিবার উঠে যেতে চাইছিলেন না। সৌমেন বাবুর কথায়, বাড়িতে তার বৃদ্ধা মা ও মানসিক ভারসাম্যহীন ভাই থাকে। এই মুহূর্তে তাদের নিয়ে উঠে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বাড়ি থেকে বের হতে রাজি না হওয়ায় তাদের বাড়িতে থাকা অবস্থাতেই বাড়ি ভেঙে তাদের মৃত্যুর চক্রান্ত করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে সৌমেনবাবু ও তার পরিবার চিৎকার করে উঠলে প্রতিবেশীরা চলে আসায় চম্পট দেয় ওই প্রোমোটার।

হোম কোয়ারেন্টাইনে অনিচ্ছুক বাস কর্মীদের বিক্ষোভ দক্ষিনবঙ্গ

বাঁকুড়া, ৪ জুলাই (হি. স.) : এক বাসচালকের করোনা আক্রান্তের জেরে বাস ডিপোর বাকি কর্মীদের হোম কোরেন্টাইনে থাকার নির্দেশকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয় দক্ষিনবঙ্গ বাস পরিবহন দপ্তরের বাঁকুড়া ডিপোয় উ কতৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ডিপোর কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে উ

বাসকর্মীদের বক্তব্য আমাদের বাড়িতে আলাদা করে থাকার মত জায়গা নেই তাছাড়াও বাড়িতে বয়স্ক মা বাবা ওবাচ্চা ছেলেমেয়ে রয়েছে সে কারনে আমাদের অন্যত্র রাখা হোক উ নির্দিষ্ট সময় পর আমরা নিজ নিজ বাড়ি চলে যাব উবাস কর্মী অভয় দে বলেন গতকাল বারো জনের লালারসের নমুনা নেওয়া হয়েছে। শনিবার তিরিশ জনের নমুনা নেওয়া হবে তারপর নিজ নিজ বাড়ি যেতে বলা হয়েছে উ কিন্তু আমরা যাবো কোথায় আমাদের বাড়িতে সে রকম জায়গা নেইউ এ বিয়য়ে ডিপো উ কতৃপক্ষের কোনও বক্তব্য মেলেনি।হিন্দুস্থান সমাচার / সোমনাথ

বাড়িতে আটকে পড়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু মা- মেয়ের

কলকাতা, ৪জুলাই (হি. স.): অগ্নিকাণ্ডের সময় বাড়িতে আটকে পড়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল দুই মহিলার। সম্পর্কে তাঁরা মা মেয়ে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে বেহালার পর্ণশ্রীর বনমালী নস্কর রোডে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান শর্ট সার্কিটের জন্যই আগুন লেগেছে। ঘটনাস্থলে দমকল গিয়ে তাঁদের দেহ উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে পাঠালে সেখানে তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ এলাকার ওই দোতলা বাড়িটিতে লোকজন বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান। বেরিয়ে তাঁরা দেখেন একটি দোতলা বাড়িতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।সঙ্গে সঙ্গেই এলাকার লোকজন দমকলে খবর দেন। দমকলের দু'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে শুরু করে। কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে যায়। তাঁরাও উদ্ধারের কাজে হাত লাগান। এলাকাবাসীরা আরও জানান, ওই বাড়িতে উপর ও নিচে মিলিয়ে মত পাঁচ জন থাকতেন। এদিন আগুন লাগার ঘটনার পর দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী একতলার বাসিন্দা হীরক ঘোষ, ছবি ঘোষ ও মৌসুমি ঘোষকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে আসেন। কিন্তু উপরে ততক্ষণে আটকে পড়েছিলেন সোমা মিত্র (৬৯) ও তাঁর মেয়ে বছর চুয়াল্লিশের কাকলি মিত্র। এরপর তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। যদিও পুলিশ আগেই জানিয়েছে, ঘটনাস্থলেই ওই দু'জনের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। কিভাবে আগুন লাগলো তা খতিয়ে দেখছে দমকল বাহিনী। এদিকে আগুন লাগার পর কার্যত ভস্মীভূত হয়ে গেছে ওই বাড়ি। তবে দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

টিকটক বন্ধের বিরুদ্ধে মন্তব্য করায় সোহমকে কটাক্ষ অনুপম হাজরার

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি. স.): টিকটক বন্ধ করা নিয়ে তৃণমূলের যুব শক্তির রাজ্য কো অর্ডিনেটর সোহম চক্রবর্তীকে " জোকার" বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা। এক ভিডিও বার্তায় চাঁচাছোলা ভাষায় এই তৃণমূল নেতাকে আক্রমণও করেন অনুপম বাবু। বেশ কিছুদিন আগে মেদিনীপুরের সভা করতে গিয়ে নুসরাতের সুর টেনে সোহম কেন্দ্রীয় সরকারের চিনা নিষিদ্ধ করা নিয়ে সরব হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'চিন নোংরা রাজনীতি করেছে। গোটা বিশ্ব তাদের জন্য সংকটে। তার বিরোধিতা করতেই হবে। কিন্তু, অ্যাপ ব্যান করলেই কি শহিদদের প্রাণ ফিরবে?' তৃণমূলের যুব শক্তির রাজ্য কো অর্ডিনেটরের এই মন্তব্যের পরেই এক ভিডিও বার্তায় তাকে প্রতিটি বাক্যে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা।

এদিন অনুপম বাবু ভিডিও বার্তায় বলেন, ' কে ভাই তুমি? তোমাকে কে এই অধিকার দিল? ভারতীয় জওয়ানরা সীমান্ত রক্ষা করেন বলে তুমি শান্তিতে ঘুমোতে যেতে পার। তাঁরা সীমান্তে হিরোগিরি করে বলে তুমি সিনেমার পর্দায় হিরোগিরি করতে পার। কত বড় মূর্খ হলে চাইনিজ অ্যাপের সঙ্গে ভারতীয় সেনাদের তুলনা করে কেউ!' এরপর ফের এক হাত নিয়ে সোহমকে কটাক্ষ করে তার মন্তব্য, 'তুমি হরলিক্সটাও ঠিকমত খেতে পার না, চেটে চেটে খাও। আর তোমার এতবড় ঔদ্ধত্য যে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে চাইনিজ অ্যাপের তুলনা কর ? ভাবতে অবাক লাগে এরকম একটা জোকারকে তৃণমূল আশ্রয় দিয়েছে। এটা সাধারণ মানুষের উপর ছেড়ে দিলাম। এইসব প্রাণীদের আপনারা রাস্তায় ঘুরতে দেবেন নাকি চিড়িয়াখানায় রাখবেন'।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে টিকটক বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে তৃণমূলের তারকা সাংসদ নুসরত জাহানও কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সওয়াল করেছিলেন। তখন ফেসবুকে পোস্ট করে তাকেও আক্রমণ করেছিলেন অনুপম হাজরা। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

নিম্নমানের দ্রব্য ব্যবহার করায় দুই নির্মাণ সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করল কেএমডিএ

কলকাতা, ৪জুলাই (হি. স.): বাঘাযতীন ও বিজন সেতু নির্মাণের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় উড়ালপুল নির্মাণ সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে কেএমডিএ। এবার এই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই দুই সংস্থাকে শাস্তি দিতে চলেছে নবান্ন। শনিবার এমনটাই খবর মিলছে নবান্ন সূত্রে।

আগামী মাস থেকেই শহরের আটটি ব্যস্ততম সেতুর সংস্কার করার কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এরমধ্যে বাঘাযতীন সেতু এবং রুবি ও গড়িয়াহাট সংযোগকারী বিজন সেতুর অবস্থা সবথেকে খারাপ। মাঝেরহাট সেতু ভেঙে পড়ার পর শহরজুড়ে সেতু গুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ইতিমধ্যেই কেএমডিএ'র বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার অমিতাভ ঘোষাল নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে শহরের সেতু গুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। সেই কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে এই দুই সেতুর নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের কথা।

এদিকে দেখা গিয়েছে, বিজন সেতুর ক্ষেত্রে নির্মাণকাজে ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নমানের সামগ্রী। তাতেই সেতুটির আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অন্যদিকে,বাঘাযতীনে রেললাইনের উপরে ২০০০ ও ২০১০ সালে তৈরি দু'টি পৃথক ব্রিজের নির্মাণেই বড়মাপের গলদ রয়েছে। বাঘাযতীনের দুইটি ফ্লাইওভারের একটির বয়স হয়েছে ১০ বছর। অন্যটির বয়স ২০ বছর। দুটি ফ্লাইওভারের অবস্থা-ই ভীষণ খারাপ। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এই দুটি ফ্লাইওভার নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এমনকি নিম্নমানের জলও ব্যবহার করা হয়েছে। এদিন কমিটির রিপোর্ট হাতে পেয়েই নির্মাণকাজে যুক্ত ঠিকাদার সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। এবিষয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, সেতু নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায়, এই সমস্ত বেসরকারি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কেএমডিএ- নির্মাণ সংক্রান্ত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিশেষজ্ঞ ওই কমিটির সঙ্গে রয়েছে দেশের একটি নামজাদা সমীক্ষক সংস্থাও। শহরের মোট ১১টি ব্রিজের 'স্বাস্থ্য পরীক্ষা' করে তারা। সেই রিপোর্টেই ব্রিজ নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করার উল্লেখ করেছে বিশেষজ্ঞ কমিটি। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

জারি

● প্রথম পাতার পর

বের হবেন না। কিন্তু, নদীর চর সংলগ্ন স্থানে বসবাসকারী-দের জন্য ভারী বৃষ্টিপাত গভীর চিন্তার বিষয় মনে করা অস্বাভাবিক নয়।

ভৌমিক

● প্রথম পাতার পর

দেওয়ার কারণে মৃতদেহ বেসরকারি নার্সিংহোমে আটকে রাখার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত থানা পর্যন্ত গড়িয়েছে। মৃতার পরিবারের লোকজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি অসহায় পরিবারকে সরকারি সাহায্য প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছেন।

চালক

● প্রথম পাতার পর

আরো জানান, ওই মিনি ট্রাকটি আগরতলার লেম্বু ছড়ার একটি টি গার্ডেন থেকে চা পাতা নিয়ে তার ভেতরে করে ২১ প্যাকেট গাঞ্জা নিয়ে বহি রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলো। উনি আরো জানান এই গাঁজা পাচার চক্রের সাথে জড়িত গাজা পাচার চক্রটিকে খুব শীঘ্রই জালে তুলবে পুলিশ।

লকডাউন ডিমা হাসাও জেলায়

তিনের পাতার পর সরকারের কাছ থেকে নির্দেশ আসলেই সোমবার থেকে ১৪ দিনের লকডাউন শুরু হবে।

জেলাশাসক বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তাই উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ সোমবার থেকে ডিমা হাসাও জেলায় লকডাউনের পক্ষে মতামত দিয়েছে। তিনি বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় দ্বিতীয় পর্যায়ের এই লকডাউন কঠোর হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবা ও অত্যাবশক পরিষেবা ছাড়া সব কিছু বন্ধ থাকবে। আর লকডাউন অমান্য করলেই দূর্যোগ মোকাবিলা আইন ২০০৫-এর অধীনে কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে হবে বলে জানিয়ে দেন জেলাশাসক পল বরুয়া। এদিকে দিয়ুংমুখে যে স্বাস্থ্য কর্মীর ছেলে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ওই যুবক দিয়ুংমুখ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশে একটি ক্যান্টিন চালাতো। তাই তার সংস্পৃষ্টে আসার জন্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ৫৬ জনকে শনাক্ত করে আজ (শনিবার) এদের লালারস সংগ্রহ করে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। তাছাড়া দিয়ুংমুখ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য কর্মীদের শনিবার লালরস সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

লকডাউন রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

জুস খাওয়ানোর ছবি তুলে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন।

রাজ্যে কেন একদিনের সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন বিগত মার্চ মাস থেকে কোন সময় জনতার কার্ফু, কোন সময় লকডাউন, কোন সময় লকডাউন থেকে বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫ এপ্রিলের আগে ত্রিপুরাতে করোনা সংক্রমিত কোন রোগী ছিল না। পরবর্তী সময় রাজ্যের নাগরিক যারা বহি:রাজ্যে ছিলেন। তারা ফিরে আসার পর সেই সংখ্যা বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তথ্য দিয়ে বলেন শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত করোনা পজেটিভ রোগীর সংখ্যা ১৪৪১। তারমধ্যে ১১৯৯ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ত্রিপুরায় সুস্থ হওয়ার হার ৭৯.৫ শতাংশ। মৃত্যু ০.০৭। পার মিলিয়ন হিসেবে ন্যাশনাল রিকভার রেইটের প্রায় তিনগুণ বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। একই সাথে সিপাহীজলা জেলার তিনটি ব্লককে কেন কনটেন্টমেন্ট জোন ঘোষণা করতে হয়েছে তাও তুলে ধরেন। উত্তর ও গোমতী জেলাতেও পজিটিভ রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেশি রয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সরকার করোনা প্রতিরোধে মাইক্রো লেভেলেও কাজ করে চলেছে। ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত কীটের ব্যবস্থা রয়েছে। এখন আধঘণ্টার মধ্যেই রেজাল্ট বলে দেয়া যাবে। তবে ত্রিপুরা বাসীকে আগের তুলনায় আরো একটু বেশি সংযত থাকার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন বিনা মাস্কে কেউ যেন ঘর থেকে না বের হন, তার শপথ নিতে হবে। দুই গজ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। বাজার হাটে, রাস্তাঘাটে, যে উদাসীন মানসিকতা চলে এসেছে এমনটা থেকে সরে আসতে হবে। এদিনের ভিডিও বার্তায় আবারো সবাইকে রবিবারের একদিনের লকডাউন যথাযথভাবে পালন করার আহ্বান রাখেন।

প্রতিবেশী

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ। কিঙ্কর ভৌমিক এই বেড়ার বিষয়ে গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য দীপক দেব এবং গ্রামের প্রধানসহ একই এলাকার বাসিন্দা ফনি দেবনাথ এবং অমূল্য দেবনাথকে বিষয়টি জানান। বেড়ার খবর পেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য , প্রধানের স্বামী সহ এলাকাবাসী শনিবার সকালে কিঙ্কর-এর বাড়ির সামনে আসেন। এই বেড়া তুলে ফেলতে হবে বলে জানান।

সরকারি রাস্তায় এইভাবে বেড়া দিয়ে বন্ধ করা আইনবিরুদ্ধ কাজ। গ্রাম পঞ্চায়েতের চাপে ভাই বোন বোনজামাই মিলে বেড়া তুলে নেন। বেড়া তোলার কিছুক্ষণ পরে সবাই চলে গেলে ভাই বোন , বোন জামাই মিলে সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালায় কিঙ্কর ভৌমিকের বাড়িতে বলে অভিযোগ। ভয় কিঙ্কর ভৌমিক এবং কিংকর এর মা গীতা রানী ভৌমিক এবং বোন রত্না ভৌমিক বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে পার্শবর্তী ফনি দেবনাথ এর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এরপর নিজেদের জীবন রক্ষার্থে তারা বিশ্রামগঞ্জ থানায় গিয়ে অসীম দেবনাথ , চন্দ্রিকা দেবনাথ এবং চন্দ্রিকা স্বামীর বিরুদ্ধে বিশ্রামগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে।

বিশ্রামগঞ্জ থানা থেকে এএসআই মনির হালাম এর নেতৃত্বে পুলিশ এসে কিঙ্কর ভৌমিক এবং অসীম দেবনাথ এর বাড়িতে গিয়ে ঘটনার তদন্ত করে আসে। অসীম দেবনাথ এর বাড়িতে গিয়ে পুলিশ কাউকে পাইনি। কিঙ্কর ভৌমিকের পা কেটে যায়। বর্তমানে ভয়ে কিঙ্কর ভৌমিক দিশেহারা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে যাওয়ার ৩০ মিনিট পর এই পাঁচ থেকে ছয় জন দুষ্কৃতী আবার লাঠি দা নিয়ে আক্রমণ করে কিঙ্কর ভৌমিকের উপর। সঙ্গে সঙ্গে কিঙ্কর ভৌমিক বিশ্রামগঞ্জ থানায় বিষয়টি জানিয়েছেন। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ আবার গাড়ি নিয়ে আসার পর দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায় বাড়ি ছেড়ে। এই ঘটনায় গোটা দক্ষিণ চললাম এলাকার পরিস্থিতি থমথমে এবং উত্তেজনাপূর্ণ। প্রচন্ড নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে কিঙ্কর ভৌমিকের পরিবার। পুলীশের কাছে নিজেদের নিরাপত্তা চেয়েছেন গীতা রানী ভৌমিক।

বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

তাতে ৯৩ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তদের মধ্যে ধলাইয়ে ২৪, পশ্চিম জেলায় ১৭, গোমতী জেলায় ১৫, উত্তর জেলায় ১৩, সিপাহীজলা জেলায় ১১, খোয়াই জেলায় ৯, ঊণকোটি এবং দক্ষিণ জেলায় ২ জন করে রয়েছেন। করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ধলাই জেলায় নালকাটাস্থিত বিএসএফ ৬৪ নম্বর ব্যাটালিয়ানে একজন, কুলাইস্থিত ৮৬ ব্যাটালিয়ানে ২০ জন এবং ১৩৮ নম্বর ব্যাটালিয়ানের ২ জন জওয়ান রয়েছেন।

তৈরি করবে মোদী সরকার

আটের পাতার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৪০৪ কিলোমিটার লম্বা এই এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করতে খরচ হবে ৮২৫০ কোটি টাকা।নীতিন গডকরি আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন যে এই এক্সপ্রেসওয় রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ হয়ে গুজরাট এবং কানপুরকে দিল্লি-মুম্বই কড়িডোরের সঙ্গে যুক্ত করবে।দেশের পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চম্বল।এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ হলে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হবে এবং তাতে করে নতুন বিনিয়োগ ও শিল্পের বিস্তার এবং আর্থিক গতিবিধি দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাবে। সেখানকার আদিম বাসিন্দাদেরও সার্বিক উন্নয়ন হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর / কাকলি

আগুন, অভিযুক্ত তৃণমূল

পাচের পাতার পর পড়ে। সেই সময়েই ২জন তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই দফায় দফায় দুই দলের সংঘর্ষ বাঁধে। রাতভর চলে বোমা গুলির লড়াই। তাতে দুই দলেরই প্রায় ১৫জন আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মৃত এক তৃণমূলকর্মী অশ্বিনী মান্নার পরিবার সরাসরি অভিযোগ তুলেছে যে লাঠি দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, একটি খাস জমিকে ঘিরে গ্রামের কয়েকটি পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিবাদ রয়েছে। বাম জমানায় তৃণমূল সমর্থক ওই পরিবারগুলিকে চাষ করতেও দেওয়া হত না। এখন আবার নতুন করে সেই পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে।

স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে বাম নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা জার্সি বদলে গেরুয়া শিবিরে চলে যাচ্ছে। ইদানিং কালে দক্ষিন ২৪ পরগনা জুড়ে বিজেপির রমরমা বেড়েছে। এসএইসিআইয়ের বেশ কিছু সমর্থক ও কর্মী পরিবার এখনও খাতায় কলমে দলবদল না করলেও তলে তলে বিজেপির সঙ্গে আতাঁত করছে।

'সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল'-এর

পাচের পাতার পর দিয়েছেন সংগঠনের কার্যকর্তারা। কিছু কিছু অনুষ্ঠানে কোভিড-১৯ ডিজিট্যাল থার্মাল স্ক্যানার ব্যবহার করা হয়েছে। ৮৫ হাজারের বেশি মানুষ উপকৃত হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে সারা দেশে সাড়ে ৬ লক্ষের কাছাকাছি মানুষ অতিমারি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। মৃতের সংখ্যা ১৮ হাজারের গণ্ডি টপকে গেছে।

২৪ ঘন্টা সময়সীমা সূর্যর

তিনের পাতার পর শনিবার সূর্যবাবু টুইট করে জানান, "উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধান সভা কেন্দ্রের বহিরা অঞ্চলের কমরেড তপন সাঁতরার উপর তৃণমূলী গুন্ডাদের হামলার প্রতিবাদে উক্ত তৃণমূলী দুষ্কৃতিদের বাড়ি ঘিরে ও চৌরাস্তার মোড়ে বিক্ষোভ কার্যত জনসভার রূপ নেয়। প্রশাসনকে আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য আগামী ২৪ ঘন্টা সময় ধার্য করা হয়।

অভিযান

● প্রথম পাতার পর

টিম। এছাড়াও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি অবশ্যই নিশ্চিত করা হচ্ছে।

আজ শনিবার আগরতলা পুর নিগমের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে এই অভিযানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার করোনা প্রতিরোধে মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বিনামূল্যে আনারস ও লেবুর সরবত খাওয়ানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে রোজগারের পথ দেখবেন ত্রিপুরার আনারস ও লেবু চাষিরা। প্রায় ৩০০ জন কৃষক এতে উপকৃত হবেন। স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়ায় তার সাথে যুক্ত মহিলারাও রোজগারের পথ দেখবেন, দৃঢ়তার সাথে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

দেব বলেন, এই অভিযানের মাধ্যমে ত্রিপুরার মানুষের করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোই মূল লক্ষ্য। জুলাই মাস জুড়ে চলবে এই অভিযান। তাতে প্রতিটি স্টলে থাকবে ২০০টি করে আনারস এবং ৪০০ টি লেবু। সাধারণ মানুষক

‘মেসিকে ভালোই দেখছি, বাকিটা জল্পনা’

কদিন ধরে শোনা যাচ্ছে লিওনেল মেসি আগামী বছর খুঁজে নিতে পারেন নতুন ঠিকানা। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন কিকে সেতিয়েন। বার্সেলোনা কোচ জানালেন, কাম্প নউয়ে ভালো আছেন মেসি। তার দলছুট হওয়া নিয়ে যা শোনা যাচ্ছে, তা জল্পনা ছাড়া কিছুই না।সবশেষ ২০১৭ সালে বার্সেলোনার সঙ্গে নতুন চুক্তি করেন মেসি। চুক্তিটির মেয়াদ ২০২০-২১ মৌসুমের শেষ পর্যন্ত। কদিন আগে স্প্যানিশ রেডিও কাদেনা সেরের প্রতিবেদনে বলা হয়, মেসি ও তার বাবা হোর্হে ওই চুক্তি নবায়নের বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই নাকি তাদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাম্প নউয়ে আর থাকতে চান না মেসি।ওই প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়, সাম্প্রতিক সময়ের বেশ কিছু ঘটনায় বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ মেসি। এর মধ্যে গত জানুয়ারিতে সাবেক কোচ এরনেস্তো ভালভেরদের ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে মেসির হাত থাকা, বর্তমান দলের মান নিয়ে অসন্তুষ্টি এবং বর্তমান কোচ সেতিয়েনের সঙ্গে মতভেদের বিষয়টিও আছে। এত সব আলোচনা শুধু গুঞ্জন মনে হচ্ছে বলে শনিবার সংবাদ সম্মেলনে জানালেন সেতিয়েন।“আমি এটা নিয়ে অনুমান নির্ভর কিছু বলতে চাই না। এ বিষয়ে (বার্সেলোনা ছাড়ার ব্যাপারে) তার কাছ থেকে কিছুই শুনিনি। এসব খবরের কোনো তথ্য আমার কাছে নেই। আমি কল্পনাপ্রসূত কিছু বলতে চাই না। এটা আমার জায়গা নয়।”“তাকে ভালো দেখাচ্ছে। বাকিটা জল্পনা, যারা মধ্যে আমি যেতে চাই না। অনুশীলনে তাকে আমি ভালো দেখেছি। যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলি, সেগুলো নিয়েই আমাদের কথা হয়েছে। এর বাইরে কিছু নেই।”লা লিগার ম্যাচে রোববার ভিয়ারিয়ালের মুখোমুখি হবে ৩৩ ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বার্সেলোনা। নিজের করণীয় সম্পর্কে মেসি সচেতন আছে বলে মনে করেন সেতিয়েন।“ম্যাচের প্রতিটি মুহূর্তে কী করতে হবে, সে ব্যাপারে মেসি বেশ সচেতন। বয়স তার কাছে কোনো বিষয় নয়। আমি তাকে আগের মতোই দেখছি।”

‘বার্সার আক্রমণে বৈচিত্র্য প্রয়োজন’

ম্যাচের পর ম্যাচে বার্সেলোনার আক্রমণের সেই একই পরিকল্পনা-অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে পাসিং ফুটবলে প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙা। বল দখলে আধিপত্য ঠিকই দেখাচ্ছে তারা; কিন্তু পাচ্ছে না যথেষ্ট গোলের দেখা। একসঙ্গে জ্বলে উঠতে পারছে না তাদের আক্রমণভাগ। ফলে পয়েন্ট হারাতে হচ্ছে নিয়মিত। আক্রমণে সৃজনশীলতার অভাবে কাতালানদের ভুগতে হচ্ছে বলে মনে করেন ক্লাবটির সাবেক মিডফিল্ডার রিভালদো।পুনরায় শুরু হওয়া লা লিগায় ছয় ম্যাচের তিনটিতে পয়েন্ট হারিয়ে শিরোপা লড়াইয়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে বার্সেলোনা। সবশেষ দুই ম্যাচে সেল্তা ভিগো ও আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে দুবার এগিয়ে গিয়েও ড্র করে কিকে সেতিয়েনের দল। আর এর এক ম্যাচ আগে সেভিয়ার সঙ্গে করে গোলশূন্য ড্র।প্রতিটি ম্যাচেই দেখা গেছে বল দখলে আধিপত্য করেছে বার্সেলোনা। কোনো কোনো ম্যাচে তো দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সময় বল ছিল তাদের পায়ে। তারপরও আক্রমণে ভুগতে হয় দলটিকে। রিভালদোর মতে, এর অন্যতম কারণ হলো লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের আক্রমণের ধরন বড় বেশি অনুমেয়। প্রতিপক্ষ আগে থেকে জানে, তাদের সামনে কী আসতে যাচ্ছে।এতদিন এই মন্ত্রেই তারা সাফল্য পেয়েছে বটে, তবে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় খেলার ধরনে পরিবর্তন আনাটা জরুরি বলে মনে করছেন রিভালদো। বেটফেয়ারে গত বুধবার নিজের লেখা কলামে বার্সেলোনাকে অননুমেয় উপায়ে আক্রমণ সাজানোর তাগিদ দিলেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার। “বার্সেলোনা বল দখলে আধিপত্য দেখাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা খুব সামান্যই তাদের কাজে লাগছে। কখনও কখনও প্রতিপক্ষের কাছে তারা অনুমেয় হয়ে উঠছে। স্কোয়াডে খুব কম খেলোয়াড়কে দেখছি, যারা দূর থেকে গোল করতে পারে। তাই দলটিকে সৃজনশীল ফুটবল খেলতে হবে, যেন প্রতিপক্ষের ডিফেন্সকে বিভ্রান্ত করতে পারে।”ফরোয়ার্ডদের নিয়মিত গোল না পাওয়াটা খুব ভোগাচ্ছে গত দুইবারের লিগ চ্যাম্পিয়নদের। লিগ ফেরার পর প্রথম দুই ম্যাচে জালের দেখা পাওয়া লিওনেল মেসি পরের তিন ম্যাচে গোল পাননি। অবশেষে আতলেতিকোর বিপক্ষে স্পট কিকে ৭০০ ক্যারিয়ার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।আর এখানেই দীর্ঘদিনের বহুল আলোচিত একটি বিষয় উঠে আসে, মেসির ওপর অতি নির্ভরতা। রিভালদো মনে করেন, রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলারের ওপর দলের এই অতি নির্ভরতা কমাতে হবে।“বার্সেলোনা সবসময় লিওনেল মেসির জাদুর ওপর নির্ভর করতে পারে না। সে ৭০০ গোলের মাইলফলক ছুঁয়েছে, যা বিস্ময়কর এবং প্রমাণ করে খেলোয়াড় হিসেবে সে কতটা দুর্দান্ত। সে সবসময় তার ভক্তদের আনন্দে ভাসায়। কিন্তু সে একা পুরো দলকে টানতে পারবে না।”সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে জোড়া গোল করা লুইস সুয়ারেস আতলেতিকোর বিপক্ষে ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে। আরেক ফরোয়ার্ড অঁতোয়ান গ্রিজমানকে বদলি নামানো হয় নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে। এ নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে ব্যাপক। রিভালদোর কাছেও বিষয়টি বেশ অদ্ভুত ঠেকছে।“বুঝতে পারছি না, ফ্রান্সের একজন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, বছরের পর বছর ধরে আতলেতিকোর সাবেক তারকা এবং লাখ লাখ ইউরো খরচ করে কেনা খেলোয়াড়কে কেন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের শেষ মিনিটে নামতে হয়।”বার্সেলোনার বেঞ্চও যথেষ্ট শক্তিশালী নয় বলে মনে করেন রিভালদো।“আবার, কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হলে ম্যাচের শেষ সময়ের জন্য অপেক্ষা করাও ঠিক নয়। কারণ, এমনটা আশা করা উচিত নয় যে গ্রিজমান ৯০তম মিনিটে নেমে ব্যবধান গড়ে দেবে।”করোনাভাইরাসের কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর পুনরায় শুরু হওয়া লিগের শুরুতে রিয়ালের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। কিন্তু ধারাবাহিক ব্যর্থতায় তারা হাতছাড়া করেছে শীর্ষস্থান।৩৩ ম্যাচে ২২ জয় ও আট ড্রয়ে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে রিয়াল। সমান ম্যাচে ২১ জয় ও সাত ড্রয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট ৭০।

আর্মেনিয়ান ফুটবলে ৪৫ জন আজীবন নিষিদ্ধ

ম্যাচ পাতানোয় জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় আর্মেনিয়ান ফুটবলের দ্বিতীয় বিভাগের পাঁচ দলকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। ক্লাব মালিক, খেলোয়াড়, কোচসহ ৪৫ জনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আজীবনের জন্য।আরও ১৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে আর্মেনিয়ান ফুটবল ফেডারেশন। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের বরাত দিয়ে রয়টার্স শনিবার জানিয়েছে, নিষিদ্ধ হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন রাশিয়ান পাসপোর্টধারী ক্লাব মালিক, রুশ খেলোয়াড় ও কোচ এবং ইউক্রেন, লাটভিয়া ও বেলারুশের খেলোয়াড়।নিষিদ্ধ দলগুলো হলো লোকোমোতিভ ইয়েরেফন, আরাগাতস, তরপেদো ইয়েরেফন, মাসিস এবং আর্থিক ও টেকনিক্যাল সমস্যায় গত ফেব্রুয়ারিতে ২০১৯-২০ প্রিমিয়ার লিগ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়া এফসি ইয়েরেফন।

অপেক্ষা বাড়ল মইন-বেয়ারস্টোর

ইংল্যান্ড টেস্ট দলে ফেরার পথে অপেক্ষা বাড়ল অফ স্পিনিং অলরাউন্ডার মইন আলি ও কিপার-ব্যাটসম্যান জনি বেয়ারস্টোর। দলে ফিরেছেন ওপেনার ররি বার্নস ও পেসার জফ্রা আর্চার।আগামী বুধবার সাউথ্যাম্পটনে শুরু হবে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্ট। ম্যাচটির জন্য শনিবার ১৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড।করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে প্রায় চার মাস স্থগিত থাকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু হচ্ছে এই সিরিজ দিয়ে। দীর্ঘ দিন পর মাঠে ফিরে চোটে পড়ায় সম্ভাবনার কথা ভেবে ৯ ক্রিকেটারকে রিজার্ভ হিসেবে রেখেছে ইংল্যান্ড।ফর্মহীনতায় গত অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের পর দল থেকে ছিটকে পড়েন মইন। পরে জায়গা পাননি বোর্ডের লাল বলের কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও। এরপর নিজেই সিদ্ধান্ত নেন এই সংস্করণ থেকে বিরতিতে যাওয়ার। গত এপ্রিলে জানান, টেস্ট খেলার জন্য মুখিয়ে তিনি। অপেক্ষা বাড়ল তার।সেই অ্যাশেজে বাজে পারফরম্যান্সের পর দলে জায়গা হারান বেয়ারস্টোও। নিউ জিল্যান্ড সফরে ছিলেন না দলে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে সুযোগ পান এক টেস্টের জন্য। শ্রীলঙ্কা সফরে তাকে বিবেচনায় রাখা হয় দ্বিতীয় কিপার হিসেবে। ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দলে জায়গা হলো না তার।চোটের কারণে শ্রীলঙ্কা সফরের দলে না থাকা ওপেনার বার্নস ফিরেছেন দলে। পিছিয়ে যাওয়া সেই সফরের দল থেকে বাদ পড়েছেন ম্যাথু পারকিনসন ও কিটন জেনিংস। জেমস অ্যান্ডারসন ও মার্ক উড দলে ফেরায় মূল দলে না থাকা স্যাম কারান আছেন রিজার্ভ দলে।দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে চোট পেয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে না যাওয়া পেসার আর্চার অনুমিতভাবেই ফিরেছেন ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে।

‘নতুন চ্যালেঞ্জের আশায়’ বায়ার্নের থিয়াগো

ইউরোপের বড় দুটি ক্লাবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। জিতেছেন অনেক শিরোপা। থিয়াগো আলকান্তারার এবার চাই নতুন চ্যালেঞ্জ। সে লক্ষ্যে স্প্যানিশ এই মিডফিল্ডার বায়ার্ন মিউনিখ ছাড়তে চান বলে জানিয়েছেন ক্লাবটির প্রধান নির্বাহী কার্ল-হেইঞ্জ রুমেনিগে।২০১৩ সালে বার্সেলোনা থেকে আড়াই কোটি ইউরো ট্রান্সফার ফিতে বায়ার্নে যোগ দেন থিয়াগো। ২৯ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার এখন পর্যন্ত জার্মান দলটির হয়ে খেলেছেন ৩৩০ ম্যাচ, জিতেছেন টানা সাতটি বুন্ডেসলিগা শিরোপা। এর আগে বার্সেলোনার হয়ে জেতেন দুটি লা লিগা শিরোপা।জার্মান পত্রিকা বিল্ডকে শুক্রবার দেওয়া সাক্ষাৎকারে রুমেনিগে জানান, থিয়াগোর ক্লাব ছাড়ার ভাবনার কথা।“মাঠের ভেতরে ও বাইরে দারুণ একজন মানুষ সে। আমরা তার সঙ্গে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছি, তার সব চাওয়া পূরণ করেছি। তবে মনে হচ্ছে, সে আরেকবার নতুন কিছু করতে চায়।”বায়ার্নের সঙ্গে থিয়াগোর চুক্তির মেয়াদ আছে আগামী মৌসুম পর্যন্ত। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এই মিডফিল্ডার ‘ফ্রি এজেন্ট’ হয়ে যাবেন।

ক্যারিবিয়ানদের আত্মবিশ্বাস যোগাচ্ছে হেডিংলি টেস্ট জয়

ইংল্যান্ডে সবশেষ সফরের টেস্ট জয়ের স্মৃতি থেকে আত্মবিশ্বাস পাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কোচ ফিল সিমন্স জানিয়েছেন, হেডিংলি টেস্টের সাফল্যের পথ ধরে এগিয়ে যেতে চান এবার।২০১৭ সালে ক্যারিবিয়ানদের ইংল্যান্ড সফরের শুরুটা ছিল ভয়াবহ। এজবাস্টনে প্রথম টেস্টে হেরেছিল ইনিংস ও ২০৯ রানে। পরের টেস্টে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতেছিল ৫ উইকেটে। লর্ডসে অবশ্য তৃতীয় টেস্ট জিতে সিরিজ নিজেদের করে নেয় স্বাগতিকরা।দা ক্রিকেটকে শুক্রবার সিমন্স জানান, বুধবার থেকে শুরু হতে যাওয়া সাউথ্যাম্পটন টেস্টে হেডিংলি জয়কে অনুপ্রেরণা হিসেবে ব্যবহার করতে চান তারা।“হেডিংলি টেস্টের আগের ম্যাচে আমাদের পারফরম্যান্স ছিল খুব বাজে। মনে হয় বেশির ভাগ সফরে এমনটাই হয়। তবে আমরা এটা নিশ্চিত করতে চেষ্টা করেছিলাম, খারাপ ম্যাচ যেন হিসাবের বাইরে থাকে এবং আমরা সঠিকভাবে শুরু করতে পারি।”“আমরা বিশ্বের অন্যতম সেরা টেস্ট দলের বিপক্ষে খেলছি। আমাদেরকে এগিয়ে থেকে শুরু করতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি হেডিংলি টেস্টের স্মৃতিচারণ করতে এবং মানসিকভাবে ঠিক থাকতে।”শ্যানন গ্যাব্রিয়েল, কেমার রোচ, আলজারি জোসেফ, জেসন হোল্ডারদের নিয়ে গড়া শক্তিশালী বোলিং আক্রমণ ক্যারিবিয়ানদের। কোচ ব্যাটসম্যানদের কাছে চাইলেন লড়াইয়ের পুঁজি।“আমার মনে হয়, মানসিক অবস্থা যেমন হওয়া প্রয়োজন সেখানে পৌঁছাতে কঠোর পরিশ্রম করছে ব্যাটসম্যানরা। বেশির ভাগ ব্যাটসম্যানই এখানে (ইংল্যান্ডে) রান করেছে।”“শেই হোপ এখানে টানা দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছে। ইংল্যান্ডে টেস্ট খেলতে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকাটাই মূল ব্যাপার। কারণ এখানে খেলা অন্য অনেক জায়গার চেয়ে আলাদা। পরবর্তী তিন দিন আমরা স্কিল শাণিত করার অনুশীলন করব। কিন্তু মানসিকতা অনেক বড় ব্যাপার।”

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 03/EE(PWD)/BLN/2020-21 DATED, 24-06-2020

The Executive Engineer, Belonia PWD(R&B), Belonia, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 15-07-2020 for the following work:

SL NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF TENDERER
1	**DNIT No.** 21/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2020-21	Rs. 2,80,800/-	Rs. 2,808/-	01 (One) Months	Appropriate Class
2	**DNIT No.** 21/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2020-21	Rs. 2,71,440/-	Rs. 2,714/-	01 (One) Months	
3	**DNIT No.** 21/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2020-21	Rs. 2,78,400/-	Rs. 2,784/-	01 (One) Months	

• Last date and time for receipt of application: Up to 16.00 Hrs on 09-07-2020
• Date for issue of tender form: Up to 16.00 Hrs on 10-07-2020
• Time and date of opening of tender At 15.30 Hrs. on: 15-07-2020
• Cost of Tender document: Rs. 1000/-

ICA-C/850/20

(Er. Dilip Das)
Executive Engineer,
Belonia Division, PWD (R&B)
Belonia, South Tripura

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD (R & B), Teliamura, Khowai, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate e-tender vide PNIeT No. 03/EE/TLM/20-21, Dt. 26/06/2020 for the following works up to 3.00PM on 22/07/2020. Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. from 30/06/2020 to 22/07/2020.

SL NO.	NAME OF THE WORK/ DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF TENDERER
1	**DNIeT No. 06/SE-11/PWD(R&B)/2020-21.**	Rs. 56,12,845/-	Rs. 56,128/-	06 (Six) Months	Appropriate Class

ICA-C/864/20

(Er. M.K. Das)
Executive Engineer,
PWD(R&B)
Teliamura Division.

No.F. 14(91-A)-BDO/KTL/PANCH/TENDER/2019-2020/2019
Dated, 02/07/2020

NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of Governor of Tripura, the undersigned invites sealed quotations from reputed Firm/Agency/Suppliers/Co-operative Societies and other authorized dealers for supply of **Sports Items viz.1. Football- (COSCO -DALTA), size-5 2. Volleyball (NIVIA**-SPOTVOLLEY)), size-5 3. Volleyball Net (SPARTAN), size- Standard, quantity required 57 Nos. each item (approx) from **06/07/2020 to 18/07/2020 (excluding holidays) up to 3.00 PM** (Office hours & days only). The bidders should quote the rate both in figures and words in prescribed format in **ANNEXURE-A (available in the Block Office as well as Tripura State Portal).** The bidder should submit required documents and earnest money (to be deposit in the shape of Demand Draft from any State/ National Bank in favour of the undersigned on any) along with the quotation. Any incomplete bid will be summarily rejected. Quotation should only be dropped in the specific box kept in the office chamber of the undersigned. Format for quoting rate terms & condition, specification of item are available in the office of the BDO Kathalia R.D. Block, Sepahijala Tripura, up to **16th July 2020** (during office hours & working days only) as well as state portal. The Box will be opened on the last day at **4.00 p.m.** if possible if for any unforeseen reason Quotation box cannot be opened in the last day it will be opened in the next working day
The terms & condition and other details may be seen in the office of the undersigned.

ICA-C/841/20

(Prabal Kanti Deb)
Block Development Officer.
Kathalia R.D Block,
Sepahijala District.

RE-AUCTION NOTICE

THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA INVITES AUCTION SEALED QUOTATIONS FROM THE INTERESTED/ INTENDING BUYERS FOR SALE OF THE CONDEMNED 03(THREE) NOS VEHICLE (MARUTY GYPSY) OF GOMATI DISTRICT POLICE. THE QUOTATIONS WILL BE RECEIVED UP TO 15/07/2020 FROM 1100 HRS. TO 1400 HRS. AND WILL BE OPENED ON THE SAME DAY AT 1600 HRS. IN PRESENCE OF THE TENDERERS WHO LIKE TO REMAIN PRESENT. DETAILS OF CONDEMNED VEHICLES & TERMS AND CONDITIONS ARE AVAILABLE AT MT SECTION, DHAJANAGAR POLICE LINES, UDAIPUR, GOMATI DISTRICT AND WILL BE HAD FREE OF COST.

ICA-C/857/20

SUPERINTENDENT OF POLICE
GOMATI DISTRICT, UDAIPUR

NOTICE INVITING TENDER NO:- 01/SDO/IESD/STB/2020-21 DATED:- 02 / 07/ 2020

Sl. No.	NAME OF WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DUCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	Providing internal clectrification at Debdaru H/S Schoo (New Building), Jolaibari Block under South Tripura. DNIT No. SDO/IESD/STB/01/ 2020-21	Rs.98,118.00	Rs.981.00	15 Days.	3:00 PM 13-07-2020	3:30 PM 17-07-2020	I.E. Sub-Division Santirbazar, South Tripura	Appropriate

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions are available in the office of the Sub-Dsivisional Officer (E). Internal Electrification Sub-Division Santirbazar, South Tripura from 11.00AM to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified a s above.

ICA-C/835/20

Sd/-(Er. Bikash Datta)
Sub-Divisional Officer (E.)
I. E Sub- Division, PWD
Santirbazar,South Tripura

Subject: - Evaluation of online **Videography competition** from the students of Colleges and Universities in the State of Tripura on the eve of State Level Van Mahotsav, 2020 on the theme ***"My Tripura My Forest"***

Memorandum

A committee was constituted with the following members under the chairmanship of Shri Prasad Rao Vaddarapu, IFS, MD, TRPC to evaluate the online **Videography competition** from the students of Colleges and Universities in the State of Tripura on the eve of State Level Van Mahotsava, on 04 July 2020 on the theme ***"My Tripura My Forest"*** vide No.F.13 (21) / Gen/ For-2020/Vanamahotsava / 8930 - 934 dated 15/06/2020.

1.	Shri Prasad Rao Vaddarapu, IFS, MD, TRPC	Chairman
2.	Sri Sabir Kanti Das, TFS, NO, Legal, O/o the PCCF(T)	Member
3.	Shri Saugat Deb, TO, TBB	Member
4.	Smt Poushali Roy, ACF, CAMPA, O/o the PCCF (T)	Convenor

The committee has evaluated the Videos received from different students of the state. The following result was decided by the committee:
1st — Utsha Kr Das S/o of Uttam Kr Das of M.B.B College
2nd —Sujan Das Sio of Sudhangshu Das of M.B.B College
3rd —Rajib Modak S/o of Haridas Modak of Tripura University
Evaluation sheets are enclosed.

ICA/D/235/20

(Dr. Alind Rastogi. IFS)
PCCF & HoFF
Forest Department

Subject: - Evaluation of online **Essay competition** from the students of Class IX to Class-XII in the State of Tripura on the eve of Van Mohatsav, 2020 on the theme ***"Importance of Van Mohatsav for Biodiversitv"***

Memorandum

A committee was constituted with the following members under the chairmanship of Shri Pritam Bhattacharjee, IFS, DCF, P & D to evaluate the online **Essay competition** from the students of Class IX to Class-XII in the State of Tripura on the eve of Van Mohatsav, 2020 on the theme ***"Importance of Van Mohatsav for Biodiversitv"*** vide No.F.13(21)/Gen/ For-2020/Vanamohatsava/8915-919 dated 15/06/2020.

1.	Sri Pritam Bhattacharjee, IFS, DCF, P & D	Chairman
2.	Sri Sabir Kanti Das, TFS, NO, Legal	Member
3.	Sri Pradipbrata Debbarma, TFS, DFO, DD	Member
4.	Smt Poushali Roy, TFS, ACF, CAMPA, O/o the PCCF Tripura	Convenor

The committee has evaluated the Essay received from different students of the state through email. The following result was decided by the committee:
Category: Class IX-X
1st — Anisha Kar D/o Sri Sukomal Ch Kar of Myganga
2nd —Debargha Das S/o Sri Biswajit Das of Manikbandar
3rd —Amrita Datta D/o Sri Pranab Datta of North Badharghat
Category: Class XI-XII
1st — Anwesha Singha Roy D/o Sri Swapan Singha Roy of AD Nagar
2nd —Debarchana Bhattacharjee D/o Sr Ashoke Bijoy Bhattacharjee of Dharrnanagar
3rd —Adriti Acharjee D/o Lt. Chinmoy Acharjee of West Pratpgar
Evaluation sheets are enclosed.

ICA/D/240/20

(Dr. Alind Rastogi. IFS)
PCCF & HoFF
Forest Department

আষাঢ় পূর্ণিমা উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি.স.) : আষাঢ় পূর্ণিমা উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ আজ আষাঢ় পূর্ণিমা উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এছাড়াও আজকের দিনটি ধর্ম চক্র দিবস হিসাবে পালিত হয়ে থাকে।
শনিবার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ কনফেডারেশনে এক অনুষ্ঠানে সকলকে এই পুণ্য দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েন তিনি বলেন' ভারত হল ধর্মের উৎস ভূমি। ' আজকের এই দিনটির মাহাত্ম্য বলতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন,' প্রায় ২৫০০বছর আগে আজকের এই দিনটিতে গৌতম বুদ্ধ ধর্ম চক্র প্রবর্তন করেন। তারপর থেকেই, ধর্ম চক্র" আধ্যাত্মিক সন্ধানীদেরকে পার্থিব জীবনের ধাঁধাঁ থেকে বেরিয়ে আসার পথ হিসাবে কাজ করেছে। এটি পৌরাণিক হলেও এর বিজ্ঞান সম্মত দিকটা ভুললে চলবে না।' রাষ্ট্রপতি আরও বলেন,' গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত এই ধর্ম চক্র সনাতন হলেও সাইকো-থেরাপির সাথে এটি সাদৃশ্যপূর্ণ।' তিনি আরও বলেন, দিনটি গুরু পূর্ণিমা হিসাবেও পরিচিত। হিন্দু এবং জৈনরা তাদের আধ্যাত্মিক গুরু কে এই দিনেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। আজকের এই দিনটি রাষ্ট্রপতি ভবনে মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে বলে জানান তিনি।

বিহারে বজ্রপাতে ফের প্রাণহানি, বিভিন্ন প্রান্তে মৃত্যু ২১ জনের

পাটনা, ৪ জুলাই (হি.স.): বিহারে বজ্রপাতে ফের প্রাণহানি! রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিগত ২৪ ঘন্টায় বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের। শনিবার বিহার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতর জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় বিহারের লখিসরাই, গয়া, বাঁকা, জামুই, সমস্তিপুর, বৈশালী, নালন্দা এবং ভোজপুর জেলায় ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে।
শনিবারই প্রবল পরিমানে বৃষ্টি হয় রাজধানী পাটনা-সহ বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে। প্রবল বর্ষণে পাটনার রাস্তায় জল জমে যায়। আবহাওয়া দফতর-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আপাতত বৃষ্টি চলবে বিহারে।

চিন সীমান্তের কাছে ক্রমাগত টহল দিচ্ছে ভারতীয় যুদ্ধবিমান

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি. স.): পূর্ব লাদাখের চিন লাগোয়া সীমান্তে আকাশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ভারতীয় বায়ুসেনার চতুর্থ প্রজন্মের জেট ফাইটার মিগ ২৯, সুখোই ৩০ এম কে আই। সীমান্তে ভারতীয় চৌকির দিকে যাতে কোনোভাবেই চিনা আগ্রাসন না হতে পারে তার ওপর সতর্ক নজর রাখছে বায়ুসেনার এই যুদ্ধবিমানগুলি। এ ছাড়াও অ্যাপাচি হেলিকপ্টার দিয়ে চলছে নজরদারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমব্যাট শ্রেণীর এই অ্যাপাচি হেলিকপ্টার যেকোনো হামলা প্রতিরোধ করতে সক্ষম। সেনা এবং সামরিক পণ্য সরবরাহ করার জন্য পণ্যবাহী বিমান সি ১৭, সি ১৩০ জে, ইলিউ শিন ৭৬, অন্টিনোভ ৩২ দিয়ে চলছে সরবরাহ। বায়ুসেনার মতে লেহর এই বিমানঘাঁটি সামরিক দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
উল্লেখ করা যেতে পারে, লেহর বিমানঘাঁটিতে মিরাজ ২০০০, জাগুয়ার যুদ্ধবিমান মোতায়েন করা হয়েছে।বোফোর্স কমানোর জন্য জিপিএস লাগানো ক্যালিব্রেট গোলা সরবরাহ করা হয়েছে।

পেট্রোল -ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিবাদে শনিবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেসের বিক্ষোভ। ছবি ঃ নিজস্ব।

মানব ইতিহাসের বৃহত্তম সেবা, 'সেবা-ই সংগঠন' কর্মসূচিতে বিজেপি কর্মীদের প্রশংসা করে বলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি.স.) : শুরু হল বিজেপির 'সেবা-ই সংগঠন' কর্মসূচিতে। শনিবার ভিডিও কনফ্রেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'সেবা-ই সংগঠন' কার্যক্রমের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রী করোনার সময়কালে দলীয় কর্মীদের দ্বারা সম্পাদিত সেবার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে, এটিকে মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যাপক আকারে, বৈচিত্র্যসহকারে এই কাজ করা হয়েছে তা অভিনন্দনযোগ্য। কারণ, সঙ্কটের সময়ে বিজেপি কর্মীরা সবচেয়ে বড় সেবার কাজ করেছেন। এজন্য বিভাগীয়, জেলা, রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে এই কাজগুলি সংকলিত করা দরকার। এদিন তিনি আরও বলেন, আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে এই সেবা কাজের সংকলন উদ্বোধন করা হবে। এটি বিশ্বকে অনুকরণীয় অবদান হিসাবে উদ্বুদ্ধ করবে।
শনিবার ভিডিও কনফ্রেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শুরু হওয়া 'সেবা-ই সংগঠন' কার্যক্রম চলাকালীন সাতটি রাজ্য রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, বিহার, দিল্লি, কর্ণাটক, অসম ও উত্তরপ্রদেশ করোনার সময়কালে তাদের সেবা কাজের তথ্য দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী এই সময়কালে প্রতিটি রাজ্য দ্বারা সম্পাদিত কাজের প্রশংসা করেন এবং তাদের একটি সংকলন প্রস্তুত করতে বলেন। তিনি জানান বিজেপি শাসন ক্ষমতাকে সেবার মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করে এবং আমরা এটিকে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার জন্য ব্যবহার করি না। এদিনের কার্যক্রমে সারা দেশ থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যোগ দেওয়া বিজেপি কর্মীদের সম্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, জনসঙ্ঘ এবং বিজেপি উভয়ের লক্ষ্য ছিল সর্বদা দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধ করা। এক সেবার মাধ্যমে, সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা আমাদের কর্মীরা একটি কঠিন পরিস্থিতিতে নিবেদিত প্রাণ হয়ে জনগণের সেবা করেছে।এ সময়ে প্রধানমন্ত্রী করোনার সংকটে জনগণের সেবা করার সময় প্রাণ হারানো শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজেপি কর্মীরা করোনার সংকটকে একটি সুযোগে পরিণত করেছেন। তাঁর নিবেদিত কর্মের দ্বারা তাঁরা মানুষের জীবনকে সহজ করে তুলেছেন। এর জন্য তিনি গর্বিত যে, বিজেপি কর্মীরা সেবাকে একটি লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি বলেন, আমরা এই সেবারভাব পেয়েছি আমাদের সংস্কার মূল্যবোধ এবং আদর্শ থেকে পেয়েছি। বিজেপি কর্মীরা একই মনোভাব নিয়ে সেবা কাজ চালিয়ে যাবেন। আমাদের সংস্থা মানে। পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং বহু নিবেদিত বিজেপি কর্মী আমাদের আদর্শের জীবনযাপন করেছেন, আমাদেরকে সেবা কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। সঙ্কটের সময়, এই উপলব্ধি করা হয়েছে যে সমাজ এখন আমাদের উপর বিশ্বাস করে।
এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি জে পি নাড্ডা। এসময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নির্মলা সীতারমন জেনারেল ভি কে সিং, সন্তোষ গাঙ্গোয়ার, শ্রীপদ নায়ক, সঞ্জীব বালায়ণ, সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি উপস্থিত ছিলেন। দলীয় সদর দফতরে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সাহায্যে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন বিজেপির সংগঠনের সাধারণমন্ত্রী রিয়েল সন্তোষ, রাম মাধব, অনিল জৈন, সহ-সভাপতি বিনয় সহাস্ত্রবুদ্ধি, ভূপেন্দ্র যাদব এবং অরুণ সিং।

চালু ই-বৃক্ষ ব্যবস্থা, বৃক্ষরোপণের পর ৯০-৯৫ শতাংশ গাছ বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। ত্রিপুরায় গাছের তথ্য সংরক্ষণে প্রযুক্তির সহায়তা নেওয়া হয়েছে।ই-বৃক্ষ ব্যবস্থা ত্রিপুরায় চালু হয়েছে। তাতে স্মার্ট ফোনের সাহায্যে গাছের নাম, কার্যকারিতা সহ যাবতীয় সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে। বনমহোৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরায় আজ শনিবার থেকে এই বিশেষ ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ই-বৃক্ষ ব্যবস্থার প্রশংসা করে বলেন, দেশের মধ্যে ত্রিপুরায় সর্বপ্রথম গাছের তথ্য সংরক্ষণে প্রযুক্তির সহায়তা নেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, এখন ত্রিপুরায় বৃক্ষ রোপণের পর ৯০-৯৫ শতাংশ গাছ বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে।
ত্রিপুরায় আজ বনমহোৎসব পালিত হচ্ছে। করোনা-র প্রকোপে ছোট পরিসরে বনমহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, ত্রিপুরায় ই-বৃক্ষ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বন দফতর প্রযুক্তির সহায়তায় গাছের তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। তিনি বলেন, গাছ লাগানোর পর সমস্ত তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। তাতে স্মার্টফোন ব্যবহার করে জানা যাবে, কে ওই গাছ লাগিয়েছেন, কী প্রজাতির গাছ এবং তার কার্যকারিতা। তাঁর দাবি, দেশের মধ্যে ত্রিপুরায় প্রথম এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় এখন বৃক্ষরোপণের পর গাছ বাঁচানোর হার আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। তিনি বলেন, অতীতে গাছ লাগানো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার কোনও হিসাবে রাখা হতো না। কিন্তু, এখন প্রত্যেকটি গাছের সম্পূর্ণ হিসাব রাখা হচ্ছে। তাঁর দাবি, এ-বছর নার্সারিতে ১৮ লক্ষ নতুন চারা তৈরি হচ্ছে। এদিন তিনি দাবি করেন, অতীতে ৪০-৬০ শতাংশ গাছ বৃক্ষরোপণের পর বাঁচানো সম্ভব হতো। কিন্তু, এখন ৯০-৯৫ শতাংশ গাছ বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে। তাঁর মতে, বৃক্ষরোপণের সাথে গাছ বাঁচানো অত্যন্ত জরুরি। কারণ, ওই গাছই আমাদের অমূল্য সম্পদ। তাই গাছ বাঁচানো বিরাট প্রাপ্তি।

পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের সংবর্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। মোদি ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে শনিবার রামনগরে ১৬নং ওয়ার্ডে আগরতলা পৌর নিগমের সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ৪০ জন সাফাই কর্মীরা হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, সদর জেলা সভাপতি ডাক্তার অলক ভট্টাচার্যসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পুরো সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির প্রদেশ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে নিজেদের জীবন বাজি রেখে ওরা কাজ করে গেছেন। নিজেরা অসুরক্ষিত থেকেও শহর ও শহরবাসীর সুরক্ষা বজায় রেখে চলেছেন তারা। তাদের প্রতি প্রত্যেককে কৃতজ্ঞ এবং সহানুভূতিশীল হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

সাত জুলাই ছয় দফা দাবীতে রাজ্যে দাবী দিবস পালন করবে বামফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ছয় দফা দাবীতে আগামী সাতই জুলাই সারা ত্রিপুরাতে দাবী দিবস প্রতিপালিত করবে। এবং এই দাবী দিবসে সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক, শান্তিকামী, দুঃস্থ বিপন্ন জনগণকে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংস্থা তাদের অংশগ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে। এই কর্মসূচীতে সিপিআইএমএল অংশ নেবে বলে জানিয়েছে। পাঁচটি বামপন্থী দল এই কর্মসূচী পালন করা হবে। আগরতলাতে এই কর্মসূচী ঠিক হয়েছে কামান চৌমুহনীকে কেন্দ্র করে। ব্যাপক ভাবে জমায়েত করার চেষ্টা করা হবে। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়েছেন বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর।
তিনি বলেন, দাবীগুলি হচ্ছে, করোনা সংক্রমণ মোকাবিলার জন্য যেমন জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। নানা ধরনের ভেকসিন ও পন্থা পদ্ধতি বেড় করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও করোনা অর্থনীতি বলা যেতে পারে। জনগণের আর্থিক দুরবস্থা কাটানোর জন্য রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে রাজ্যের বেকার সমস্যা নিরসনে অবিলম্বে শূণ্যপদ পূরণ করতে হবে। যদিও বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সমস্ত শূণ্যপদ পূরণ করা হবে। তাছাড়া রাজ্যে নারী নির্যাতন সহ আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাই আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও ১০৩২৩ এর কর্মসংস্থান এবং কাজের সাপেক্ষে বেকার ভাতা প্রদানের দাবীও করা হচ্ছে বামপন্থীদের তরফ থেকে।

কর্মসংস্থান এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে চম্বল এক্সপ্রেস ওয়ে তৈরি করবে মোদী সরকার

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি. স.): রাজস্থানের কোটার সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের ভিন্ডের সড়কপথের সংযোগ স্থাপন করার জন্য চম্বল এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করা হবে। শনিবার এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গডকরি।এই এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি হলে আর্থিক গতিবিধি, কর্মসংস্থান এবং সার্বিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।
শনিবার নিজের টুইট বার্তায় নীতিন গডকরি লিখেছেন, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান,

ছয়ের পাতায় দেখুন

ডিজিপি'র শূন্যপদে নিয়োগ, প্রসিকিউশন ডিরেক্টরেট ও এসপিও নিয়োগ নিয়ে অভিযোগের জবাব

আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল বোঝাচ্ছেন ঃ বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। ডিজিপি'র শূন্যপদে নিয়োগ, প্রসিকিউশন ডিরেক্টরেট এবং এসপিও নিয়োগ নিয়ে অভিযোগের জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই জবাব হাতে পেয়ে বিরোধী দলনেতা দাবি করেন মূল অভিযোগের সাথে জবাবের মিল নেই। তাতে মনে হচ্ছে, আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল বোঝাচ্ছেন।
পুলিশ প্রশাসনে নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিরোধী দলনেতা মুখ্যমন্ত্রীকে যে চিঠি দিয়েছেন তা নিয়ে বর্তমান ও প্রাক্তনের মধ্যে তরজার লড়াই চলছে গত কদিন ধরে। শনিবার মেলারমাঠে দলীয় অফিসে নিজের চিঠির ব্যাপারে সাফাই দিলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। মানিক সরকার এদিন ফের দাবি করেন, তাঁর চিঠির বাস্তবতা রয়েছে এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম ও আইনসিদ্ধ। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিরোধী দলনেতার চিঠির যে উত্তর দিয়েছেন সেই বিষয়টিও এদিন তুলে ধরেন তিনি। বিরোধী দলনেতা বলেন, মনগড়া ধারণা নিয়ে লেখা না। আমার চিঠির বিষয়বস্তু সঠিক। উনাকে যারা ব্রিফ করেছেন সঠিক ভাবে করেননি। এদিন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সম্প্রতি রাজ্যে খুন খারাপি বাড়ছে, বেওয়ারিশ লাস পাওয়া যাচ্ছে, মেয়েদের উপর আক্রমণ বাড়ছে। এই অবস্থায় পুলিশকে শক্তিশালী করা দরকার। টিএসআরকে দূর্বল করা ঠিক না। প্রসঙ্গক্রমে বিরোধী দলনেতা পুলিশে নিয়োগ নিয়ে সরকারের সমালোচনা করে বলেন, ২৭ মাস হয়ে গেল মাত্র ৭৩-৭৪ জন নিয়োগ।
অন্যান্য শূণ্য পদগুলি কবে পূরণ হবে। বামফ্রন্ট সরকারের আবেদন বাতিল করে দিয়েছিল বিজেপি সরকার। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এদিন রাজ্য পুলিশের ডিজি নিয়োগের বিষয়টিও তুলে ধরে সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন।

শান্তিরবাজার পৌর পরিষদের উদ্যোগে করোনা প্রতিরোধ অভিযানে সরবত বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ জুলাই।। শান্তিরবাজার পৌর পরিষদের উদ্দ্যোগে করুনা প্রতিরোধ অভিযানে আনারস ও লেবুর রস বিতরন করাহয়। আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শান্তির বাজার সমর চৌধুরী স্মৃতি মার্কেটে শান্তির বাজার পৌর পরিষদের উদ্দ্যোগে বাজারে আগত লোকজনদের বিনামূল্যে আনারস ও লেবুর রস বিতরন করাহয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করুনা প্রতিরোধ অভিযানের জন্য লোকজনদের শরিরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ীয়ে তুলতে সব জায়গায় বিনামূল্যে আনারস ও লেবুর রস খাবানোর কথা ঘোষনাকরেন। মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সারাদিয়ে আজ থেকে পৌরপরিষদের উদ্দ্যোগে বিনামূল্যে আনারস ও লেবুর রস বিতরনের কাজ শুরুহয়। ফিতাকেটে আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস। আজকের এই অনুষ্ঠানে উদ্ভোদকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পৌর পরিষদের এডিশনাল সি ও রুদ্র দ্বীপ নাথ, কাউন্সিলার শ্যামলাল দেবনাথ, এ পি এম সি কমিটির চেয়ারম্যান দুলাল দেবনাথ সহ পৌর পরিষদের অন্যান্য কাউন্সিলাররা। আজকের এই অনুষ্ঠানে শান্তির বাজারের বিভিন্ন স্ব সহায়ক দলের মহিলারা অংশ গ্রহন করেন। স্ব সহায়ক দলের মহিলারা সকলকে আনারস ও লেবুর রস বিতরন করে। আজকের এই অনুষ্ঠানে আনারস ও লেবুর রস খাবারজন্য বাজাছরের লোকজন অংশগ্রহন করে। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস। তিনি জানান সাপ্তাহে একদিন করে আগামী একমাস যাবৎ পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে এই কর্মসূচী চলবে।

বুদ্ধের আদর্শেই সমস্ত চ্যালেঞ্জের স্থায়ী সমাধান হতে পারে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি.স.): বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব অতিরিক্ত-চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ভগবান বুদ্ধের আদর্শ থেকেই এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের স্থায়ী সমাধান হতে পারে। এমনই অভিমত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। একইসঙ্গে প্রতিটি ভারতীয় ও যুব সমাজের কাছে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান, বর্তমানের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য ভগবান বুদ্ধের শিক্ষাকে অনুসরণ করুন। শনিবার সকালে ধম্মা চক্র দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আষাঢ় পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আমি প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যা গুরু পূর্ণিমা হিসেবেও পরিচিত। এই দিন গুরুকে স্মরণ করার, যিনি আমাদের জ্ঞান দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। সেই চেতনায়, আমরা ভগবান বুদ্ধকে প্রণাম জানাই।" প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব অতিরিক্ত-চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ভগবান বুদ্ধের আদর্শ থেকেই এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের স্থায়ী সমাধান হতে পারে। ওই আদর্শ অতীতেও প্রাসঙ্গিক ছিল, বর্তমানে প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যতেও প্রাসঙ্গিক থাকবে।"

দেশের বৃহত্তম করোনা হাসপাতালে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন গালওয়ানের শহীদরা

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি. স.): দেশের সবথেকে বড় করোনা হাসপাতলে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে গালওয়ান উপত্যকায় শহীদ হওয়া কুড়ি জন ভারতীয় সেনা জওয়ান। দিল্লিতে অবস্থিত ভারতের বৃহত্তম সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল কোভিড হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড শহীদদের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে।যেমন হাসপাতালটির আইসিইউ ওয়ার্ডের নাম রাখা হয়েছে শহীদ কর্নেল সন্তোষবাবুর নামে।
এ বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ডিআরডিও। সংস্থার চেয়ারম্যানের প্রযুক্তিগত উপদেষ্টা সঞ্জীব যোশী জানিয়েছেন, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল কোভিড হাসপাতালের প্রতিটি ওয়ার্ডের নাম গালওয়ান উপত্যকায় শহীদ হওয়া জওয়ানদের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। লাদাখ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ফিরে আসার পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ করা যেতে পারে, দিল্লি হরিয়ানা সীমান্তের কাছে ছাতারপুর এলাকায় এই বৃহত্তম করোনা হাসপাতালটি গড়ে তোলা হয়েছে। আয়তনে কুড়িটি ফুটবল মাঠের সমান এই হাসপাতাল। আইটিবিপি এবং সিএপিএফ এর তিন হাজার চিকিৎসক এবং নার্সদের এখানে মোতায়েন করা হয়েছে। প্রায় ১০ হাজার রোগীর চিকিৎসা এখানে হবে। রবিবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই হাসপাতালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।আইসিইউ ওয়ার্ডটি শহীদ কর্নেল সন্তোষ বাবুর নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ২২,৭৭১ জন, ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১৮,৬৫৫ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ অব্যাহত। দ্রুত বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যাও, একইসঙ্গে সুস্থও হয়ে উঠছেন কোভিড-১৯ সংক্রমিত রোগী। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৪৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২২,৭৭১ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮,৬৫৫ জন এবং সংক্রমিত ৬,৪৮,৩১৫ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৯৪,২২৭ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৬,৪৮,৩১৫ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ২,৩৫,৪৩৩)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৮,৬৫৫। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩,৯৪,২২৭ জন। সুস্থতার হার ফের বাড়ল, এই মুহূর্তে ৬০.৮০ শতাংশ। এই মুহূর্তে সুস্থতা এবং মৃত্যুর হার ৯৫.৪৮ শতাংশ : ৪.৫২ শতাংশ।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ১৮,৬৫৫ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ২০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ১৪ জন, বিহারে ৮০ জনের, চন্ডীগড়ে ৬ জন, ছত্তিশগড়ে ১৪ জন, দিল্লিতে ২৯২৩ জনের, গোয়া ৪ জন, গুজরাটে ১৯০৪ জনের, হরিয়ানায় ২৫৫ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১০ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১১৯ জনের, ঝাড়খণ্ডে ১৫ জনের, কর্ণাটকে ২৯৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২৫ জন,

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।